web: www.rashtriyakhabar.com সিরিয়া থেকে আবার রকেট হামলা, ইসরাইলের প্রতিআক্রমণ ইসরাইল ঃ ইসরাইলের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তাদের সেনারা রবিবার দিনের শুরুতে সিরিয়ায় অবস্থিত লক্ষ্যগুলোতে হামলা চালিয়েছে।সিরিয়ার ভূখণ্ড থেকে থেকে দুই দফায় মোট ৬টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়।এই হামলার জবাবে ইসরাইলের 💽

সেনারা প্রতিআক্রমণ চালায়।ইসরাইলের উত্তরপূর্বাঞ্চলের

প্রতিবেশী দেশ সিরিয় থেকে এমন হামলা চালানো একটি বিরল

ঘটনা। ইসরাইলের সেনাবাহিনী জানায়, দ্বিতীয় দফায় ৩টি রকেট

হামলার পর, এর জবাবে, সিরিয়ার যে অঞ্চল থেকে রকেটগুলো

নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেখানে কামানের গোলা ছুঁড়েছে সেনারা।

পরবর্তীতে ইসরাইলি জঙ্গি বিমান, সিরিয়ার সেনা স্থাপনায় হামলা

চালায়।স্থাপনাগুলোর মধ্যে রয়েছে সিরিয়ার চতুর্থ ডিভিশনের

কম্পাউন্ড, রাডার ও গোলন্দাজ চৌকি। সবচেয়ে সংবেদনশীল

পবিত্র স্থানে পুলিশের অভিযান এবং জেরুজালেমে ক্রমবর্ধমান

উত্তেজনার মধ্যে চলা বহুমাত্রিক সহিংস ঘটনার কয়েকদিন পর

এই রকেট হামলা হয়। দ্বিতীয় দফার হামলাটি হয় রবিবার

সকালে। দুইটি রকেট সীমান্ত পেরিয়ে ইসরাইলে পৌঁছায়।

ইসরাইলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ১টিকে আকাশে ধ্বংস

করা হয় এবং অপরটি খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ে। শনিবারে

চালানো প্রথম হামলায়, ১টি রকেট ইসরাইলের দখলকৃত

সূর্যান্ত (আজ) >> 18.07 টা

গহনার বাজার

52,450 টাকা ./10 গ্রাম

রুপা >> 67,400 টাকা /কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর

সংক্ষিপ্ত খবর

विद्याशिएत সঙ্গে चालाञ्चात बन्ग ইख्रायनित त्राब्यानीए लॉव्हिहन स्मिषि कर्मकर्णत्रा

সানা ঃ কর্মকর্তারা জানান,ইরান সমর্থনপুষ্ট

হুতি বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনা করতে,

রবিবার ইয়েমেনের রাজধানীতে পৌঁছেছেন

সৌদি আরবের কর্মকর্তারা।ইয়েমেনে ৯ বছর

ধরে চলা সংঘাত অবসানের পথ খুঁজে

পাওয়ার আন্তর্জাতিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে তারা ইয়েমেনে যান। সৌদি আরবের প্রতিনিধি

দলের নেতৃত্বে রয়েছেন ইয়েমেনে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদৃত মোহাম্মেদ বিন সাইদ আলজাবের। তিনি হুতিদের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কাউন্সিলের প্রধান মাহদি

সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা ./10 গ্রাম

সোনা (ক্ৰয়)

मुर्यापस (कान) >> 05.32 **টা**

PARA UPDATE

36.00 °c *22.00* °c

গোলান মালভূমির একটি মাঠে গিয়ে পড়ে।

SENSEX : 59846.51 +13.54

NIFTY: 17624.05 +24.90



Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >> 179 >> 27 Chaitra 1429 >>

epaper.rashtriyakhabar.com 👩 পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৩ অংক » ১৭৯ » <<২৭ শে, চৈত্র ১৪২৯»

এবার রেললাইনও চ্না

পশ্চিমবঙ্গ। বীরভূমে গোটা একটা রেললাইনই চুরি হয়ে যায়। অবশেষে রেললাইনের টুকরো উদ্ধার করেছে পুলিশ।

চুরি এখন আর নতুন খবর নয় পশ্চিমবঙ্গে। পুকুর চুরি থেকে গাড়ি, শিল্পসামগ্রী, সোনাদানা সহ কত ধরনের চুরির খবর নিত্য গ্রামের আসে। কিন্তু তাই বলে

রেললাইন? শুনতে অবাক লাগলেও পশ্চিমবঙ্গে রেললাইনও চুরি হয়ে যাচ্ছে! সেটাও হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলের বীরভূমে।

অন্ডাল থেকে পলাশস্থলীর ট্রেন লাইনের অনেকটা অংশ চুরি হয়ে গেছিল। সেই রেললাইন কেটে কেটে কাঁকড়াতলা থানার কৈথি ঝোপজঙ্গলে হয়েছিল। কিছু টুকরো পাচারও শনিবার রেলপুলিশ কাঁকড়াতলা থানা যৌথ অভিযান চালায়। প্রথমে তারা দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের নাম শেখ ইন্তাজ ও শেখ আলতাব। তাদের জেরা করার পর, কৈথির

ঝোপজঙ্গল থেকে রেললাইনের ৩০টি টুকরো উদ্ধার করা হয়। যে রেললাইন চুরি করা হয়েছিল,

তা অন্ডাল ও পলাশস্থলীর লাইন। এখানে আগে কয়লাখনি থাকায় রেল চলতো। এখন আর চলে না। এই অবস্থায় হঠাৎ কাঁকড়াতলার মানুষ দেখেন, রেললাইন উধাও হয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। স্থানীয় মানুষের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে এই রেললাইন চুরি। প্রশ্ন ওঠে, কোথায় যাচ্ছে এই রেললাইন?

রেল কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে।

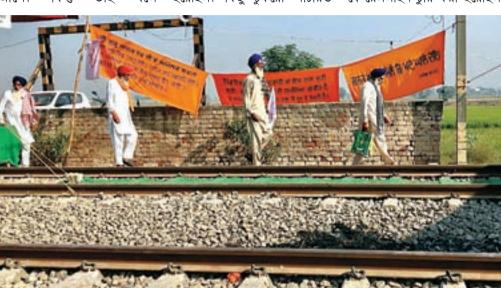
রেলপুলিশ তদন্ত শুরু করে। তারা স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। যৌথ তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে দেখা যায়, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা রেললাইনের একটা বড় অংশ চুরি করেছে। তারা সেই রেললাইন মোটা টাকায় বেচে দেয়ার চেষ্টায় ছিল। সেজন্যই কেটে রেখে দেয়া হয়েছিল। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর মনে

করছে, এর পিছনে আরো বড় মাথা থাকতে পারে। এটা সাধারণ দুষ্কৃতীর কাজ নাও হতে পারে। তাছাড়া লাইনের টুকরো থাকতে পারে পুলিশের সন্দেহ। সেজন্য তদন্ত এখনো বহাল রাখা হয়েছে।

অবৈপভাবে দখলকৃত ইউক্রেনের ভূখণ্ডে পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখাতে চাইছে রাশিয়া

কিয়েভঃ যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক রবিবার জানিয়েছে, রাশিয়ার নিরাপত্তা কাউন্সিলের সাম্প্রতিক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে রুশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্লাদিমির কোলোকোলৎেসভ একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে, রাশিয়ার অবৈধভাবে দখল করা ইউক্রেনভূখণ্ডের পরিস্থিকে স্বাভাবিক দেখানোর চেষ্টা করা হয়। যুক্তরাজ্যের মন্ত্রক তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে প্রকাশিত নিয়মিত হালনাগাদ গোয়েন্দা প্রতিবেদনে জানায়, বাস্তবে, বেশিরভাগ এলাকাই এখনো সক্রিয় যুদ্ধাঞ্চল। এসব এলাকায় উভয় পক্ষ থেকেই হামলা হচ্ছে। যার ফলে, জীবনধারণের মৌলিক পরিষেবা সাধারণ নাগরিকদের কাছে খুবই সীমিত আকারে পৌঁছাচ্ছে। ২০২২ এর অক্টোবরের পর, গত সপ্তাহে প্রথমবারের মতো রুশ নিরাপত্তা কাউন্সিলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইউক্রেনে ৩১ শিশুর প্রত্যাবর্তনের পর, দেশটির প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের প্রধান আন্দ্রেই ইয়েরমাক, রবিবার বিশিষ্ট মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবী অমাল ক্লুনির সঙ্গে ফোনে আলাপ করেন। এ সময় তিনি সকল নির্বাসিত শিশুকে ইউক্রেনে

ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিয়েভের অনুমান, গত বছরের ফেব্রয়ারিতে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর থেকে, অন্তত ১৯ হাজার ৫০০ শিশুকে রাশিয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইউক্রেন এটাকে অবৈধ নির্বাসন বলে এর নিন্দা করেছে। মস্কোর দাবি. শিশুদের নিরাপত্তার জন্যই তাদের সরিয়ে নেয়া হয়। এদিকে, রুশ নিয়ন্ত্রিত কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী ক্রিমিয়া অঞ্চলের ফেওদোসিয়ায়, ইউক্রেন নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ড থেকে নিক্ষেপ করা একটি ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে। মস্কোর নিয়োগ দেয়া ক্রিমিয়ার প্রশাসক শনিবার এ তথ্য জানান। অন্যদিকে, ইউক্রেনের জনগণ ১ বছর আগে পরিবহন হাব ক্রামাতরম্বে রুশ ক্ষেপণাম্ব হামলায় নিহত ৬১ ব্যক্তির জন্য তৈরি করা একটি ছোট স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে সম্মান জানিয়েছে। ট্রেনে করে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ৪ হাজার মানুষ সেখানে হয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, তোচকা ইউ ক্ষেপণাস্ত্রে গুচ্ছযুদ্ধাস্ত্র (ক্লাস্টার মিউনিশন) যুক্ত করা হয়েছিলো। এ ঘটনায় ১৬০ জনের বেশি আহত হন।



পুষ্প সজ্জিত ভ্যাটিকান স্কোয়ারে বড় জনসমাবেশে ইস্টার উদযাপন করলেন পোপ

ভ্যাটিকান (এজেন্সী) ঃ পোপ ফ্রান্সিস রবিবার ইস্টার উদযাপনের জন্য সেইন্ট পিটার্স স্কয়ারে একটি প্রার্থনার উদ্বোধন করেন। সেখানে যোগ দেন ডজন ডজন শীর্ষ ধর্ম নেতা, হাজারো পূণ্যার্থী ও পর্যটক। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভ্যাটিকান সিটিকে বসন্তের ফুলে সঙ্জিত করা হয়। বাসন্তী ফুলের বর্ণচ্ছটায় সমগ্র এলাকা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। শনিবার থেকে কমলা লাল টিউলিপ, হলুদ ফরসাইথিয়া ও ড্যাফোডিলসহ নানা জাতের বর্ণিল মৌসুমি ফুল ট্রাকে করে নিয়ে আসা হয়। মালিদের নিয়োগ করা হয় ভ্যাটিকান

সিটিকে দ্রুত ফুল সজ্জিত করতে।কেননা, রবিবার ভ্যাটিকানবাসী এবং এই পবিত্র সপ্তাহের অতিথি আগমনে পূর্ণ হয়ে পড়বে ভ্যাটিকান স্কোয়ার।

ভ্যাটিকানের নিরাপত্তা সার্ভিসের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, মাঝসকালের প্রার্থনায় অংশ নিতে প্রায় ৪৫ হাজার মানুষ সমবেত হন। খ্রিস্টধর্ম পালনকারীদের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস, ত্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর, যীশু খুস্টের পুনর্জন্ম হয় এই তিথিতে।এর ভিত্তিতে ইস্টার পার্বণের উদ্ভব হয়। কিছুটা ক্লান্ত কণ্ঠে লাতিন ভাষায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রথাগত বাণী উচ্চারণ করেন পোপ এবং পবিত্র পানি

ছিটিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। রাতে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে ব্রংকাটাইস থেকে এখনো আরোগ্য লাভের পথে থাকা পোপ ফ্রান্সিস(৮৬) রোমের কলিসিয়ামে ঐতিহ্যবাহী গুড ফ্রাইডে মিছিলে অংশ নেননি। প্রার্থনা শেষে, ফ্রান্সিস ইস্টার উপলক্ষে পোপের প্রথাগত বক্তৃতা দেন। এটি লাতিন ভাষায় উরবি এট অরবি নামে পরিচিত। যার অর্থ শহর এবং বিশ্বের প্রতি। ধর্মীয় নিপীড়নসহ বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ এবং অন্যায়ের নিন্দা করার জন্য প্রায়ই এই বার্তাটি দেয়া হয়। গত সপ্তাহে

রোমের একটি হাসপাতালে ৩ দিন ভর্তি

ছিলেন পোপ। সে সময় ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার জন্য ইনজেকশনের মাধ্যমে অ্যাঃটবায়োটিক প্রয়োগের পর তিনি মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠেন। ১ এপ্রিল

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। কলিসিয়ামের ওয়ে অফ দ্য ক্রস মশাল মিছিলে অংশ নেয়া ছাড়া তিনি এই পবিত্র সপ্তাহ জুড়ে অসংখ্য অনুষ্ঠানে অংশ নেন



আডাই হাজার কিলোমিটার দুরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম

আলমাশাতের সঙ্গে আলোচনা করবেন।এই সংগঠন ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো পরিচালনা করে।হুতিপরিচালিত সংবাদ সংস্থা সাবা নিউজ এজেন্সি এ কথা জানিয়েছে। বার্তা সংস্থাটি অজ্ঞাত সূত্রের বরাত দিয়ে আরো জানায়, ওমানের একটি মুখপাত্র শনিবার জানিয়েছেন, প্রতিনিধি দল শনিবার সানা এসে গাইডেড মিসাইল মধ্যপ্রাচ্যে পৌছেছে।ওমানের প্রতিনিধিদলও আলোচনায় উৎেক্ষপণে সক্ষম একটি ডবোজাহাজ যোগ দেবে। এ বৈঠকের বিষয়ে সৌদি মোতায়েন করা হয়েছে। এই আরবের পক্ষ থেকে তাৎক্ষনিকভাবে কোনো ডুবোজাহাজ একসঙ্গে ১৫৪টি টমাহক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ইয়েমেনে জাতিসংঘের ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে পারে। এ প্রতিনিধির কার্যালয়ের কাছে মন্তব্য চাওয়া বিষয়টিকে সাম্প্রতিক উদ্বেগের হলে, তারা এই অনুরোধে তাৎক্ষনিকভাবে ইরানের বিরুদ্ধে সাড়া দেয়নি। রাজধানী সানায় অনুষ্ঠেয় শক্তিপ্রদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা আলোচনার নেপথ্যে রয়েছে ওমানের নেতৃত্বে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী সাধারণত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, যার উদ্দেশ্য হলো তাদের ডবোজাহাজের সুনির্দিষ্ট ২০১৪ সাল থেকে ইয়েমেনে চলমান অবস্থান বা মোতায়েন সংক্রান্ত তথ্য সংঘাতের অবসান ঘটানো।২০১৪ সালে হুতি প্রকাশ করে না। উপসাগরীয় দেশ বিদ্রোহীরা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাহরাইনে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ৫ম সরকারকে উৎখাত করে সানা ও ইয়েমেনের নৌবহরের মুখপাত্র কমান্ডার টিমোথি উত্তরাঞ্চলের বেশিরভাগ অংশ দখল করে নেয়। ইয়েমেনর তৎকালীন সরকার প্রথমে কেন এই ডুবোজাহাজ মোতায়েন করা দক্ষিণে পালিয়ে যায় পরবর্তীতে সৌদি আরবে স্বেচ্ছা নির্বাসন নেয়। হুতিদের এই পদক্ষেপের কয়েক মাস পর, সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন মিত্র জোট আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ শুরু করে।এই সংঘাত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে আঞ্চলিক ছায়যুদ্ধে (প্রক্সি ওয়ার)রূপান্তরিত হয়েছে। ওমানের মধ্যস্থতায় আয়োজিত আলোচনার

করছে বলে অভিযোগ এনেছে। এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইরান। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীও ইরানের বাহিনীর সঙ্গে সাগরে বেশ কয়েকবার উত্তেজনাপূর্ণ মুখোমুখি অবস্থানে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর ভাষায়, এগুলো ছিলো

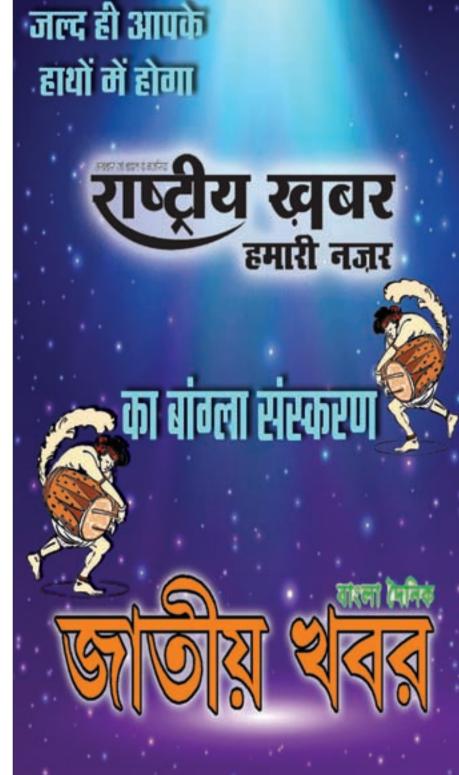
বেপরোয়া ও আক্রমণাত্মক। জাহাজ বা ডুবোজাহাজ থেকে নিক্ষেপ করা টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সর্বাধিক আড়াই হাজার কিলোমিটার দুরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এই অস্ত্র ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীনে ইরাক হামলার শুরুর সময় খুব জনপ্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। পরে, ২০১৮ সালে সিরিয়ার হকিন্স ডুবোজাহাজটির অভিযান বা রাসায়নিক অস্ত্র হামলার জবাবে ব্যবহৃত হয় এই ক্ষেপণাস্ত্র।

হলো, সে বিষয়ে কিছু জানাতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প অস্বীকার করেন। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ২০১৫ সালে বৈশ্বিক ক্ষমতাগুলোর ও ইসরাইল সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সঙ্গে ইরান সংক্রান্ত ১টি চুক্তি থেকে ইরানের বিরুদ্ধে তেলের ট্যাংকার ও সরে দাঁড়ান। এরপর যুক্তরাষ্ট্রইরানের বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ সম্পর্কের মধ্যে টানাপড়েন বাড়ে। এই

চুক্তির শর্ত ছিলো ইরান তাদের পারমাণবিক কার্যক্রমের পরিসর কমাবে এবং দেশটিকে উচ্চ পর্যায়ের নজরদারিতে রাখা হবে। বিনিময়ে ইরানের বিরুদ্ধে আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হবে।

বাইডেন প্রশাসন এই সচুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করলেও, গত বছর তা স্থিমিত হয়ে পড়ে। ইরান ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে ড্রোন সরবরাহ করায় এবং ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে চলমান মধ্যপ্রাচ্যে বছরব্যাপী ছায়াযুদ্ধের তীব্রতা আরও বেড়ে যাওয়ায়, দুই দেশের মধ্যে উদ্বেগের মাত্রা আরো বেড়ে যায়।

মস্কোর সঙ্গে আরো নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি তেহরান চীনের সঙ্গেও ভাল সম্পর্ক গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ইরানের এই উদ্যোগের ফলে, গত মাসে চীন, ইরান ও সৌদি আরবের কুটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের উদ্যোগ নেয়।





উদ্দেশ্য হলো উভয় পক্ষকে পূর্ণমাত্রার সংঘাত থেকে বিরত রাখা। ৭ বছরের টানাপড়েনের পর, সম্প্রতি সৌদি আরব ইরানের সঙ্গে কৃটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের বিষয়ে একমত হওয়াতে, এ উদ্যোগ গতি পায়। হুতিদের মূল বিদেশী পৃষ্ঠপোষক ইরান জানিয়েছে, সৌদি আরবের সঙ্গে তাদের চুক্তি, ইয়েমেনের সংঘাত নিরসনে সহায়তা করবে।

চিকিৎসাধীন।এই ঘটনায় তেতে

উঠে মালদহের চাঁচল থানার

সংঘর্ষের ঘটনায় দুই পক্ষের

তরফে চাঁচল থানায় লিখিত

হয়েছে।অভিযোগ পেয়ে ঘটনার

তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা

গিয়েছে,সৃতি এলাকার বাসিন্দা

আঞ্জুরা বিবি ও সাফি চৌধুরীর

জমি বিবাদ দীর্ঘদিনের। গতকাল

রাতে আঞ্জুরার ভিটায়

জোরপূর্বক ভাবে দখল করার

চেষ্টা করে সাফি চৌধুরী ও

সাতানু চৌধুরী বলে অভিযোগ।

ঘটনায় সাফি ও সাতানু হাসুয়া

নিয়ে আঞ্জুরা বিবি সহ তার

স্বামী ও ছেলের উপর চড়াও

হয়। হাসুয়ার এলোপাতাড়ি

কোপে গুরুতর ভাবে যখম হন

আঞ্জুরা বিবি সহ তার ছেলে ও

স্বামী। গ্রামবাসী তড়িঘড়ি

তাদের উদ্ধার করে চাঁচল সূপার

হাসপাতালে নিয়ে আসে।

বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন

অন্য দিকে পাল্টা সাতানু ও

এবং সফিক চৌধুরীর পরিবার

কে মারধর ও অভিযোগ উঠেছে

আঞ্জরা বিবি সহ তার

পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনায়

সাফি ও সাতানু চৌধুরীর মাথা

ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে

তাদের, গুরুতর জখম অবস্থায়

দুই পক্ষই চাঁচল সুপার

চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই

ঘটনার পরেই দুই পক্ষই চাঁচল

থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের

করেছেন । অভিযোগ পেয়ে

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন

মালদহের চাঁচল থানার।পুলিশ্।

হাসপাতালে

হাসপাতালে

স্পেশালিটি

স্পেশালিটি

দায়ের

সৃতি এলাকা।

বিভিন্ন প্রকল্পের সংস্কার পত্র

তুলে দেন।এছাড়াও কোন

সমস্যা হচ্ছে মানুষের কাছে

मिनिश्रिफ श्रे गंनाय काँम नागिरय

আত্মঘাতী এক ছাত্রী ।ঘটনায়

চাঞ্চল্য ছড়াল ফাঁসিদেওয়ার

দুধখাওয়াগছ এলাকায়।মৃতার

নাম আলেমা খাতুন(১৭)। মৃতা

মঙ্গলবার ব্যাঙ্গে গিয়েছিল

আলেমা।এরপর মামাবাড়ি ঘুরে

এসে রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে

আত্মঘাতী হয় সে।খবর পেয়ে

ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ

পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে

ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ

শোকের ছায়া নেমে এসেছে

এলাকায়।গোটা ঘটনার তদন্তে

১০০ দিনের কাজ করেও

বছর পেরিয়ে গেলেও মেলে

এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পে

১০০ দিনের কাজ করেও বছর

পেরিয়ে গেলেও মেলে নি

আদিবাসী গ্রাম থেকে অন্যান্য

গ্রামীণ এলাকায় জব কার্ডধারী

শ্রমিকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ

তৈরি হয়েছে। ১০০ দিন কাজ

প্রকল্পের মাটি কাটার কাজ করে

কেন শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া

হচ্ছে না, তা নিয়েও ক্ষোভে

ফুঁসছে পুরাতন মালদা ব্লকের

আদিবাসী অধ্যুষিত ভাবুক গ্রাম

পঞ্চায়েত এলাকার অসংখ্য জব

কার্ডধারীরা । আর এই ১০০

দিন কাজ প্রকল্পের পাওনা টাকা

নিয়েই এখন শুরু হয়েছে

যদিও তৃণমূল পরিচালিত

পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত

সমিতির সভাপতি মৃণালিনী

মন্ডল মাইতি'র অভিযোগ, গত

এক বছরেরও বেশি সময় ধরে

কেন্দ্র সরকার বাংলাকে ১০০

দিন কাজ প্রকল্পের টাকা থেকে

বঞ্চিত করে রেখেছে । এই

দ্বিচারিতা মেনে নেওয়া যায় না।

যেভাবে শ্রমিকেরা ১০০ দিন

কাজ প্রকল্পে নিজেদের শ্রম

দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে তাঁরা

পরিশ্রমিক পান নি। কেন্দ্র টাকা

আটকে রেখেছে। এক্ষেত্রে

শ্রমিকের টাকা নিয়েও রাজনীতি

করছে বলে আমরা মনে করছি।

তৃণমূলের

অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে

দাবি করেছে পুরাতন মালদার

বিজেপি দলের বিধায়ক গোপাল

চন্দ্র সাহা। তিনি বলেন,

মালদায় ১০০ দিন কাজ প্রকল্প

নিয়ে যে পরিমাণ দুর্নীতি

হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা

রাখে না। প্রকল্পটি কেন্দ্র

সরকারের এটা ঠিক। কিন্তু

সাধারণ জব কার্ড ধারীদের

কাছে টাকা পৌঁছাচ্ছে না,

দুর্নীতি করা হচ্ছে। কেন্দ্র

থেকে এর আগেও তদন্তকারী

দল এসেছিল। তাঁরা সমস্ত

বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেছিলেন।

যার কারণে এই সমস্যা তৈরি

হয়েছে।

সরকারি প্রায় ৮২০৭ টা স্কুল বন্ধের বিরুদ্ধে

রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানানো হয় দার্জিলিং

জেলা ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে।

অবিলম্বে সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করার পরিকল্পনা

বানচাল করা হোক এই দাবি জানিয়ে

বহস্পতিবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের

সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ভারতীয় ছাত্র

ফেডারেশন দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে।

তারা বলেন কোভিদ পরিস্থিতির পর থেকে

বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমরত শিক্ষার্থীর মান কমেছে

পয়সার জন্য অনেক গরিব ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা

জেলা

সরকার

বিজেপির কেন্দ্র

যদিও

রাজনৈতিক বিতর্ক।

পারিশ্রমিক। যার

কলেজ

পাঠায়।ঘটনায়

পরীক্ষ

গিয়েছে.

ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুতে

এলাকায় চাঞ্চল্য

এবছর মাধ্যমিক

দিয়েছে।জানা

মেডিক্যাল

হাসপাতালে

নি পারিশ্রমিক

পুলিশ।

epaper.rashtriyakhabar.com

হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে কোচবিহারে বর্ণাঢ্য

শোভাযাত্রার আয়োজন

কোচবিহার ঃ রাম নবমীর শোভাযাত্রায় হামলার ঘটনার পর হনুমান জয়ন্তী নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। শেষপর্যন্ত আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের পক্ষ থেকে পুলিশি নিরাপত্তায় বর্ণাত্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। শোভাযাত্রায় প্রচুর সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ মদনমোহন মন্দিরের সামন থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করার পর তুফানগঞ্জ নিউ টাউন কলেজ ময়দানে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়।এদিন হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নকশালবাড়িতে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাষিপতি

শি**লিগুড়িঃ** নকশালবাড়ির নেহাল জোতে রাস্তার কাজের

শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ

ঘোষ।বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ির মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নেহাল জোতে ৪০০ মিটার রাস্তার শিলান্যাস করেন সভাধিপতি।জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় এই রাস্তার শিলান্যাস করা হলো। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান গৌতম ঘোষ সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা।সভাধিপতি জানান, গোটা মহকুমা জুড়ে উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। মহকুমা জুড়ে পথশ্রী ও রাস্তাশ্রীর কাজের শিলান্যাস হয়েছে। পাশাপাশি নকশালবাড়ি সহ মহকুমার বড়োবড়ো রাস্তার কাজও আগামী দিনে হবে। ভোলানাথ পাড়ায় রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ভোলানাথ পাড়ার একটি কেমিক্যাল কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই ওই কারখানাতে আগুন লেগে যায়। ঘটনার খবর দেওয়া হয় দমকলকে ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে। তবে যেহেত কারখানায় আগুন লেগেছে ফলে ওই কারখানায় বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল মজুদ রাখা ছিল ফলে আগুন দ্রুততার সাথে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে।

নিরাপত্তার চাদরে NBU, বসানো হল সিসিটিভি ক্যামেরাফ্রি ওয়াইফাহ।

শিলিগুড়িঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জোর।গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিরাপত্তার চাদরে মুড়লো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।বসানো হলো ২৬০টি সিসিটিভি ক্যামেরা।বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি ক্যামেরা ও বিনামূল্যে ওয়াইফাই ব্যবস্থার উদ্বোধন করলেন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র।এতোদিন হোস্টেল ও প্রশাসনিক ভবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সিসিটিভি থাকলেও এবার গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে কানাচে সিসিটিভি ক্যামেরায় মোডা হয়েছে।পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থেকে অধ্যাপকদের সুবিধার্থে ওয়াইফাই পরিষেবা চালু করা হয়েছে।এদিন অনুষ্ঠানের আয়ােজন করে এই দুই পরিষেবা চালু করা হয়।এই বিষয়ে উপাচার্য জানান, বিশ্ববিদ্যালয়কে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে এই পদক্ষেপ।আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানন্নোয়ন সহ সবরকম

বক্সিরহাট বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই ১৬টি দোকান!

কোচবিহার ঃ গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো তুফানগঞ্জের বক্সিরহাট বাজারে। নিমিষেই পুড়ে ছাই ১৬টি দোকান।ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অসম ও বাংলা দুই রাজ্যর দমকলের ৬ টি ইঞ্জিন। ভিড জমে যায় আমজনতার। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলায় আসে বক্সিরহাট থানার বিশাল পূলিশ বাহিনী ও তুফানগঞ্জ ২ নং ব্লুক বিডিও প্রসেনজিৎ কুভু। গত দুবছর আগেও ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ১০০ অধিক দোকান পুড়ে ছাই হয় এই বাজারে।

কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ **আলিপুরদুয়ার** ঃকালচিনি ব্লকের মেচপাডা চা বাগানে বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় বৃহস্পতিবার সকালে খাঁচাবন্দি হলো একটি চিতাবাঘ।এই বিষয়ে উল্লেখ্য সম্প্রতি মেচপাড়া চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় জখম হন এক শ্রমিক।এরপর থেকে আতঙ্কে ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা।পরবর্তীতে বনদপ্তরের হ্যামিল্টনগঞ্জ

রেঞ্জের পক্ষ থেকে মেচপাডা চা বাগানে খাঁচা বসানো হয়।অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে খাঁচাবন্দি হয় চিতাবাঘটি।এদিন সকালে বাগানের শ্রমিকরা খাঁচার মধ্যে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান।এরপর খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে।ঘটনাস্থলে বনকর্মী ও আধিকারিকরা পৌছে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে রাজাভাতখাওয়ায় নিয়ে যায়।



আজকের দিনটি



মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা। বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা,

স্বাস্থ্যর অবনতি। মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান

অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। সিংহঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে

ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সন্তাবনা। স্বামী

স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ।

গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনুঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুন্তঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের তান্ত্ৰিক অশোক স্বামী

কোডারমা ঃ করোনার সংকেত নিয়ে সতর্ক স্বাস্থ্য বিভাগ, জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে করা হয়



শ্রমিক ইউনিয়ন।বুধবার সকালে সন্দীপ মুখার্জী **কোডারমা।** দেশে ও বিশ্বে দলসিংপাডা চা বাগানের আবারো করোনার ধাক্কা ফ্যাক্টরির সামনে বিভিন্ন দাবিতে মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। গেট মিটিং এ সামিল হয় বাগানের শ্রমিকরা।তৃণমূল চা একই সঙ্গে জেলা প্রশাসন ও বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের স্বাস্থ্য বিভাগ ইতোমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করেছে। জেলা প্রশাসক নেতৃত্বরা জানান বর্তমানে আদিত্য রঞ্জনের নির্দেশনার দলসিংপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা বিভিন্ন সমস্যায় ভূগছে। আলোকে করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের শ্রমিকরা মৃত্যু হলে তার পরিবারের সদস্যরা চাকরি গৃহীত প্রস্তুতির মক ড্রিল সোমবার ডিসির উপস্থিতিতে পাচ্ছেনা,যেখানে শ্রমিক মৃত্যু হলে তিন দিনের মধ্যে তার করা হয়। কোডারমা সদর হাসপাতালে আয়ােজিত মক পরিবারের একজনকে পরিবর্তে কাজ দেওয়ার ড্রিলের আওতায় কিভাবে রোগীকে নিয়ে আসা যায় এবং সেখানে দীর্ঘ বহু মাস ধরে কাজ তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক চিকিৎসা মিলছেনা দলসিংপাড়া করা যায় তার ওপর রিহার্সল বাগানে এমন ৬৫ করা হয়। এর আওতায় রয়েছে।এছাড়াও যে অ্যান্বলেন্সের মাধ্যমে করোনা শ্রমিক অবসর নিচ্ছে তাদের প্রাপ্য মিলছেনা। অবসরপ্রাপ্ত আক্রান্ত রোগীর আগমন থেকে শুরু করে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে শ্রমিকরা দীর্ঘ বহু বছর ধরে ডেডিকেটেড কোভিড ওয়ার্ডে গ্র্যাচুইটি পাচ্ছেনা। রোগী ভর্তি ও তার চিকিৎসা। চোপড়া গুলি কাণ্ডে পিপিই কিট দিয়ে সজ্জিত স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা করোনা আক্রান্ত রোগীকে তার বাড়ি থেকে অ্যাম্বলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে আসা এবং রোগীকে ভর্তি থেকে চিকিৎসা শুরু করার জন্য ছিল এই মক ড্রিল পরিচালনা, করোনা থেকে পার পেতেই হাসপাতালে দুটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। ডিসি আদিত্য রঞ্জন জানান, করোনার সংকেত নিয়ে

প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ও

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সব জেলায়

সংক্রমণ বাডার বিষয়ে সতর্ক

থাকতে নির্দেশনার আলোকে

মক ড্রিলের আয়ােজন করা

হয়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য

বিভাগ সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং

সোমবার সফলভাবে মক ড্রিল

অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সময়ে,

সন্দেহভাজন ব্যক্তির ট্র্যাকিং,

ট্রেসিং এবং চিকিৎসাটি মক

ড়িলের মাধ্যমে করা হয়। তিনি

যে খুব

এনটিপিসিআর এর মাধ্যমে

এখন কয়েক দিন পরে

কোডারমাতেও তদন্ত করা হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

সিভিল সার্জন ডাঃ অনিল

কুমার, ডিএস ডাঃ মনোজ

কুমার, ডিপিএম মহেশ কুমার।

বিভিন্ন দাবিতে চা বাগানে

সংক্রমণের

শীঘ্রই

গ্রেফতার আরও ৩ জন উত্তর দিনাজপুর ঃ চোপড়া গুলি কান্ডের ঘটনায় আরও তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ বুধবার অভিযুক্তদের ইসলামপুর আদালতে তুললে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল ইসলামপুর মহকুমা আদালত।। ধৃত অভিযুক্তরা হলেন মহম্মদ সাজিদ আকতার,, জাকির উল্লেখ্য গত ৩০ শে মার্চ বহস্পতিবার চোপডা থানার

হুসেনে,, ও আব্দুল সালাম।। দিঘাবানা এলাকায় প্রার্থী বাছাই কে কেন্দ্র করে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ফয়জুল রহমান ও হাসু মহম্মদ নামে এহ দুহ তৃণমূল কর্মীর।। ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠে চোপডা থানার দিঘাবানা এলাকা।। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে চলে অবরোধ. বিক্ষোভ।।। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়ে ছিল এলাকায়।।। সেই ঘটনায় নাম জডিয়ে ছিল এই জন সহ আরও বেশ কয়েকজনের।।। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে মঙ্গলবার এই জনকে গ্রেফতার করে বুধবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।।। কংগ্রেস কর্মীদের মার্থরের অভিযোগ অঞ্চল তুণমূল

সভাপতি বকুল শেখের বিরুদ্ধে **মালদা।** কংগ্রেস কর্মীদের মারধরের অভিযোগ মালদহের কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের নওদা যদুপুর অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি বকুল শেখের বিরুদ্ধে।ভিডিও ফুটেজ দেখিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে অভিযোগ সুজাপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ঈষা খান চৌধুরীর। তৃণমূল নেতা বকুল শেখের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের জেলা কংগ্রেস সভাপতি আবু হাসেম খান চৌধুরীর।

ঘটনা নিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ঈষা খান চৌধুরী বলেন,আমাদের কর্মীদের মারধর করা হচ্ছে।ভয় দেখানো হচ্ছে। পুলিশকে আমরা প্রমাণ দিয়েছি। যদিও যার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সেই বকুল শেখের প্রতিক্রিয়া না পাওয়া গেলেও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। তিনি বলেন কংগ্রেস নেই তাহলে মারবে কাকে।

এলাকার সবাইতো তৃণমূল। ইশা খান চৌধুরী বলেন, জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসের যোগদান পর্ব চলছে। আর এরই মধ্যে তৃণমূল ব্লক সভাপতি বকুল শেখ ভয় দেখাচেছ। কর্মীদের মারধর করছে। এই বিষয়ে থানায় অভিযোগ করা আমরা চাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নেওয়া হোক। দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি বলেন, চুরি দুর্নীতির ফলে মানুষ স্মৃতি বিরক্ত হয়ে বিভিন্ন দলে যোগদান করছে। এটা তৃণমূল সঠিকভাবে নিতে পারছে না। কোথাও পুলিশ দিয়ে আবার কোথাও বিভিন্ন উপায়ে ইঃটার্নাল ভাবে হামলা চালাচ্ছে। আসলে তৃণমূল ভয় পেয়ে গেছে। তাই একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। মানুষ যাতে কোনভাবে বিরোধী করে না যেতে পারে।

পাল্টা জেলা তৃণমূলের জানা নেই। মমতা ব্যানার্জি

করছে আর তাকে চোর চোর বলা হচ্ছে। এ সংবিধানিক কিনা তা আপনারা বলবেন। যারা চোর বলছেন তারা মমতা ব্যানার্জি সুবিধা নিচ্ছেন কিভাবে। কংগ্রেস কর্মীদের মারধোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কংগ্রেস কর্মী কি মালদা জেলায় আছে। যে তাদের মারধর করতে হবে। হাতেগোনা কয়েকটি মানুষ ঝাভা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমস্ত মানুষ তো তৃণমূলের মানুষ। তৃণমূল তৃণমূলকে মারছে এটা হতে পারে। এটা বানিয়ে বলছি যাতে খবরের পর্দায় আসতে পারে।

আগামী চার বছর ট্রেড লাইসেন্স ফি আর বর্ষিত হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছে কোচবিহার পুরসভা

কোচবিহার ঃ ট্রেড লাইসেন্স ফ্রি

কমানোর দাবিতে দিনহাটা পুর

কর্তৃপক্ষের দারস্থ

ব্যবসায়ীরা। দিনহাটার দুইটি ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে পৌরসভার চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করে তার কাছে অতিরিক্ত ফি বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে অবগত করেন। দুই ব্যবসায়ী সমিতি বিষয়টি নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। দুই ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন পুরো কর্তৃপক্ষের কাছে ট্রেড লাইসেন্স ফি কমানোর দাবিতে পুরো কর্তৃপক্ষের আলোচনা কালে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক গোস্বামী, মানিক বৈদ, ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক উৎপলেন্দু রায় প্রমুখ। মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী, ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির উৎপলেন্দু রায় বলেন, টেড লাইসেন্স ফি অতিরিক্ত করা নিয়ে এদিন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। পুর কর্তৃপক্ষ সংগঠনের দাবি নিয়ে সুষ্ঠ আলোচনার মধ্যে দিয়েই প্রয়াজনের পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি আগামী চার বছর টেড লাইসেন্স ফি আর বর্ধিত হবে না বলে

অসস্থ করেছেন। জমি বিবাদ দীর্ঘদিনের, দুই পরিবারের সংঘর্ষ উভয় পক্ষের জখম ৭ জন মালদাঃ হাসুয়া উচিয়ে তারা,

হামলায় উভয় পক্ষের জখম ৭

দুয়ারে সরকার শিবিরে পরিদর্শনে আসলেন পি মোহন গান্ধী, মালদা

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন

জেলার

সরকার

শিবিরে

জেলাশাসক ও বিডিও **भाजना** अश्विभवञ्च अत्रकादत्रत উদ্যোগ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চালু হয়েছে দুয়ারে সরকার শিবির। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গুলি সাধারণ মানুষদের

কাছে পৌঁছে দিতে বুধে বুধে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প শুরু হয়েছে । সেই মতো অবস্থায় হবিবপুর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুধবার হবিবপুর ব্লকের জাজইল অঞ্চলের মানিকোড়া হাই স্কুলের ও কানর্তুকা অঞ্চের কানর্তুকা বুনিয়াদি প্রাথমিক পরিষেবা নিয়ে বসেছে দুয়ারে সরকার। এই দুয়ারে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প জয় জোহার, কৃষক বন্ধু, খাদ্য সাথী, স্বাস্থ্য সাথী, লক্ষী ভান্ডার সহ বিভিন্ন পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই দুয়ারে সরকারে আবেদন করতে পারবেন। তাই এদিন এই দুয়ারে সরকার শিবিরে পরিদর্শনে আসলেন রাজ্য তরফে আসলেন পি মোহন গান্ধী, মালদা জেলাশাসক নিতীন সিংঘানিয়া ,হবিবপুর ব্লকের বিডিও সুপ্রতিক সাহা সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । জেলা শাসক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন এখন পর্যন্ত জেলায় বিভিন্ন জায়গায় দুয়ারে সরকার শিবির চলছে।এদিন ঐ দয়ারে

গেট মিটিং করলো তৃণমূল চা আদালতের কাছে ১৪ দিনের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী পুলিশ হেফাজতের জন্য আর্জি বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন বলেন, ভারতবর্ষের যে সরকার বসত ঘেঁটে দখলকে কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰ জানানো হলে আদালত চলছে তা কোনটা সাংবিধানিক অভিযুক্তদের ১০ দিনের পুলিশি করে দুই পরিবারের সংঘর্ষ। কোনটা অসংবিনিক তা আমার লাঠিসাটা ও এলোপাথাড়ি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।।

আলিপুরদুয়ার ঃ বিভিন্ন দাবিতে বুধবার কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া চা বাগানে গেট বাকিদের খোঁজ চলছে বলে মিটিং করলো তৃণমূল চা বাগান প্রতিদিন মানুষের জন্য কাজ

त्राम नवमी मिष्टिलात **উপत হामलात প্রতিবাদে আলিপুরদু**য়ারে বিজেপি দলীয় দফতর থেকে मिष्टिल কোচবিহার আদালত কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আদালতের সামনে ধরনা কোচবিহার ঃ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা

সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের চোর ডাকাত এবং ডাকাতের সরদারের দল বলে চলেছেন। সেই কারণে কোচবিহার আদালত কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আদালতের সামনে ধরনা মঞ্চে বসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের এমন মন্তব্য কে ধিক্কার জানিয়েছেন অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছে আদালত কর্মচারী সংগঠন। সেই সাথে তাদের ডিয়ে পাওনা নিয়ের আদালত কর্মচারী সংগঠনের সদস্য দেব কুমার সিংহ বলেন, সংবিধানে ধারাকে মান্যতা দিয়ে সরকারি অনুশাসন মেনে আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। যতদিন আমাদের পাওনা না পাচ্ছি ততদিন আমাদের

বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে মাল্লাগুড়ি র হনুমান মন্দিরে সকাল থেকে শুধু ভক্তদের ঢল। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে ফুলের সাজানো হয়েছিল মন্দির প্রাঙ্গণটি এছাড়াও ভক্তদের প্রসাদ হিসেবে ছিল লাড্যু এবং খিচুড়ি জানে গিয়েছে সন্ধ্যাবেলায় নাম কীর্তন সহ ভক্তদের উদ্দেশ্যে খিচুড়ির ও ব্যবস্থা করা হয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষের

SFI প্রায় ৮,২০৭ টি সরকারি স্কুল বন্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে সুযোগ পাচ্ছে না তারি প্রতিবছরও আমাদের এই বিক্ষোভ বলে জানান এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে। ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলনে নামবেন বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন তারা। FLY WITH EASE

WHEN YOU FLY AIRASIA

আলিপুরদুয়ার ঃ রাম নবমী মিছিলের উপর আন্দোলন জারি থাকবে। হামলার প্রতিবাদে আলিপুরদুয়ারে বিজেপি হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে মাল্লাগুড়ির দলীয় দফতর থেকে একটি মিছিল বের হনুমান মন্দিরে ভক্তদের ভিড় করে।মিছিল কিছুটা এগোলেই কোর্ট মোড়ে যখন ডিয়ে নিয়ে আন্দোলন করছে ঠিক সেই **শিলিগুড়ি** ঃ শহর জুড়ে উৎসবের মৌসুম। পুলিশ মিছিল আটকে দেয়।পুলিশের সঙ্গে

শিলিগুড়িঃ স্কুল ছুট দের স্কুলে ফেরাও কোন

অজুহাতেই সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করা চলবে না

করলেও আটকাচ্ছে না।কিন্তু বিজেপি করলেই দোষ।তিনি শাসক দলের মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনাও করেন।

ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়।যদিও মিছিল আর

এগোতে পারেনি।কোর্ট মোড়ে বক্সাফিডার

রোডে অবস্থানে বসে পড়ে বিজেপি কর্মী

সমর্থক রা।বিজেপি কর্মীদের রাস্তা অবরোধে

কাৰ্যত ঃ দেখা দেয় যানজট। ঘন্টাখানেক

রাস্তাতে বসে থাকেন বিজেপি কর্মীরা।পরে

তারা বক্তব্য শেষ হলে নিজেরাই উঠে

যায়।পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন

বিজেপি নেতা মিঠু দাস।তিনি বলেন পুলিশ

দলদাসে পরিনত হয়েছে।অন্য দলকে মিছিল

সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখন।

আসন বিহুর পরেই রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করবেন বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব

पिल्लित अधामनी आतिक उच्छिति आल (थारक ग्रथनर्छ भाषात जारभक्ता

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটিঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর টুইটের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এবার সরাসরি ভাবে বললেন তিনি। আসর রঙালি বিহুর পরেই রাহুলের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফের একবার সরব হয়ে তিনি বলেন এখনও তার পত্রের অপেক্ষা করছেন। গুয়াহাটি মহানগরে প্রধানমন্ত্রী বিরুদ্ধে পোস্টার লাগানো আম আদমি পার্টিকে তিনি চেনেন না বলেও তির্যক মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত শিল্পপতি গৌতম আদানি সম্পর্কে সম্প্রতি একটি করেছিলেন কংগ্রেস নেতা গান্ধী। সেখানে তিনি ২০ হাজার হিসাব চাওয়ার কোটি টাকার পাশাপাশি এক্ষেত্রে কৌশলগত ভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করা নেতাদের নাম

নোডী হাটাগ

মোড়ী হাটাও

দেশ বাচাৰ

त्माडी क्रांडेश

त्याची वांगिर

দেশ বাচাও

নেলা বাচাও

নোড়ী হাটাও

দেশ ৰাচাও

নোডী হাটাও

দেশ বাচাও

মোডী হাটাং

দেশ বাচাও

যোডী ছাটাও

কিরণ, অনিলের সঙ্গে হিমন্তের নামও রাহুল গান্ধীর সেই টুইটে উল্লেখ ছিল। এর পাল্টা জবাবে কংগ্রেসের নানা দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আদালতে দেখা হবে বলে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উল্লেখ করে টুইট করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এবার এই বিষয়ে সরাসরি ভাবে মুখ খুললেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে রবিবার আয়ােজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্ৰী বলেন আসন্ন প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং বিহু উদযাপনের প্রস্তুতি নিতে বর্তমান তিনি ব্যস্ত রয়েছেন। ফলে এই মুহুর্তে রাজনৈতিক বিষয়ে ব্যস্ত হতে চাইছেন না তিনি। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং বিহুর পর রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা দায়ের করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এই প্রসঙ্গে মানহানি মামলা রজ্জু করা যায়। এবং তিনি সেটাই করতে চলেছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ করেছেন। গোলাম, সিনদিয়া,

উল্লেখ্য আগামী ১৪ এপ্রিল বিভিন্ন কার্যসূচি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অসম সফরের প্রাক মহর্তে গুয়াহাটি মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় মোদি হটাও দেশ বাঁচাও' ছাপানো পোস্টার লাগানো হয়েছে। করে উলুবাড়ি ফ্লাইওভারের নিচের পিলারে এই ধরনের পোস্টার দেখা গেছে। দিল্লির আদলে গুয়াহাটি মহানগরে লাগানো সেই পোস্টার গুলোতে কোনো ব্যক্তির নাম কিংবা প্রিন্টিং প্রেসের নামের উল্লেখ নেই।

প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন পোস্টার যে কেউ লাগাতে পারে। তবে আম আদমি পার্টিকে তিনি চেনেন না। আসু কিংবা যুব ছাত্র পরিষদের নাম তিনি শুনেছেন, কিন্তু আম আদমি পার্টির নাম তিনি শোনেননি। এটা আম আদমি না খাস আদমি সেটাও তিনি জানেন না। এইসব অখ্যাত দল সংগঠন শুধুমাত্র সাংবাদিকদের খবরে থাকে। বাস্তবে এই সব দলের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জাতীয় খবর ঝাড়খন্ড

অন্যদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের চিঠির অপেক্ষায় তিনি আজও রয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এই বিষয়টি দেশের সম্মানের জন্য অত্যন্ত জরুরী বিষয়। যে রাজ্যের মোট সরকারি চাকরির সংখ্যা দেড় লক্ষ সেখানে ১২ লক্ষ সরকারি চাকরি কিভাবে অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিলেন সেটা জানতেই হবে। এভাবে হিসেব করলে তো বলা প্রতি জন যে অসমেব যুবক যুবতীরা চাকরি পেয়েছেন। সরকার বেসরকারিভাবে হলেও প্রত্যেকেই চাকরিতে জড়িত। কিন্তু বাস্তবে এভাবে বলা যায় না। আজ পর্যন্ত অসমে বিভিন্ন সময়ে বহু রাজনৈতিক নেতার আগমন ঘটেছে। কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো অসত্য এবং মিথ্যা কথা কোনো রাজনীতির নেতা বলেননি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব

विদ্যুতের গ্রিপেইড মিটারের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কন্ট্রোল क्रम ञ्रागन कता হবে বলে घायना मुখ्यमही ए० हिमल विশ्व नर्मीत

সদস্যা থাকা প্রত্যেক বাড়িতে যেতে হবে এপিডিসিএলকে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ সম্প্রতি রাজ্যজড়ে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার বসানোর পর থেকে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে বিল পরিশোধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এক দুইটি ঘটনা নয় এক্ষেত্রে হাজার হাজার উদাহরণ নজরে এসেছে। অবশেষে এই প্রসঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রিপেইড মিটারের সমস্যা মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন স্মার্ট মিটারের কোনো সমস্যা থাকলে সেটা বদল করে দেওয়া হবে। তবে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটারের সমস্যা সমাধানের জন্য এপিডিসিএলকে সমস্যা থাকা প্রত্যেক বাড়িতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে রবিবার আয়ট্রেজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রিপেইড মিটার সংলগ্ন হওয়ার পরেই প্রথম মাসে একটু বেশি বিল এসে যাওয়া স্বাভাবিক। কারণ পুরনো বকেয়া সেই বিলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আসে। এর ফলেই প্রিপেইড মিটার সংস্থাপন করার প্রথম মাসেই বেশি বিল আশার অভিযোগ উঠে থাকে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিদ্যুতের বিল বেশি আসার পর গ্রাহকরা যদি অভিযোগ জানায় তাহলে এপিডিসিএল থেকে লোক সেই ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যা করেন। এর ফলে সাধারণত এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত এই ধরনের বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে জানালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সম্প্রতি প্রিপেইড মিটার সংক্রান্তে জাতীয় স্তরে একটি সমীক্ষা হয়েছে। সেই সমীক্ষায় অসমের মানুষ স্মার্ট মিটার প্রসঙ্গে সব থেকে বেশি সন্তুষ্ট বলে প্রকাশ পেয়েছে। তবে যেহেতু চলতি মাসে নতুন স্মার্ট মিটার সংস্থাপন করা হয়েছে। ফলে যা সমস্যা সেটা এই মাসের প্রিপেইড মিটার সংস্থাপন করা গ্রাহকদের থেকেই উত্থাপন করা হয়েছে। পুরানো প্রিপেইড মিটারের গ্রাহকদের থেকে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যদি স্মার্ট মিটারের সমস্যা থাকতো তাহলে পুরনো গ্রাহকদের থেকেও একই ধরনের অভিযোগ উঠে আসতো। পুরানো গ্রাহকের তরফে অভিযোগ জানানো হয়নি, বরং যা অভিযোগ এসেছে সব নতুন গ্রাহক থেকে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন যদি স্মার্ট মিটারের কোন গোলযোগ রয়েছে তাহলে সেই মিটার কে বদলিয়ে দেওয়া হবে। ফলে এই সংক্রান্ত অত্যাধিক ক্ষোভ প্রকাশ করার প্রয়ােজন নেই। সমস্যা থাকা এক একটি বাড়িতে যেতে তিনি এপিডিসিএলকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এটা সাময়িক সমস্যা। তাছাড়া স্মার্ট মিটার সংস্থাপন করলে গ্রাহকরা উপকৃত হবেন। প্রত্যেকেই জানতে পারবেন তার কাছে কত টাকার বিদ্যুৎ বর্তমান হাতে রয়েছে। ফলে কোনো লাইভ নিভিয়েও বা অন্য কোন উপায়ে বিদ্যুৎ বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন গ্রাহক। এর ফলে বিদ্যুতের অপচয় রোধ হবে। ১০০ প্রিপেইড মিটার সংস্থাপন হলে গ্রাহক এবং এপিডিসিএল দুই পক্ষই লাভবান হবে। গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্য ১০০ শতাংশ প্রিপেইড মিটার সংস্থাপন করে বহু এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

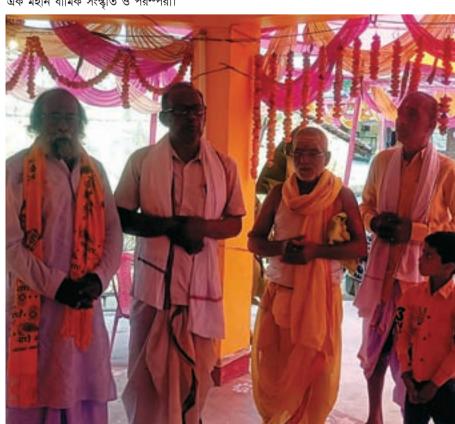
সাত দ্যা দার্বিত ১৩ এপ্রিল চার্ডিল মংকুমা কার্যালয়ে আত্যের পার্টির বিক্ষোভ প্রদর্শন বাকেরে ব্রবকদেব পজে মাত্সগত জ্ঞ কবেছে হেমন্ত সবকাব ঃ হবেলাল মাহাতো

জামশেদপুর (সুধীর গোরাই) ঃ সাত সত্রি দাবিতে ১৩ এপ্রিল রাজ্যের ২৪টি জেলায় ন্যায়বিচার মিছিল করবে আজসু দল। এর আওতায় আজসুর উদ্যোগে চান্ডিল বাজারে সামাজিক ন্যায়বিচার মিছিল বের করা হবে এবং মহকুমা কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। সোমবার, অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য চিলাগুতে চান্ডিলের প্রধান কার্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো বলেন, হেমন্ত সরকার রাজ্যের যুবকদের সঙ্গে দেওয়া প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছে। স্থানীয় নীতি ও পরিকল্পনা নীতির বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে সরকার রাজ্যের যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। হরেলাল মাহাতো বলেন, আজসু শুরু থেকেই জাত শুমারি, সারনা ধর্মকোড, অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষণ, খতিয়ান ভিত্তিক স্থানীয় নীতি, পরিকল্পনা নীতির দাবি করে আসছে। সভায় বলা হয়, ১৩ এপ্রিল আজসুর হাজার হাজার কর্মী চান্ডিল বাজারে সামাজিক ন্যায়বিচার মিছিল করবেন। চান্ডিল মহকুমা অফিসে যাবে বিচারপতির মার্চ। এ সময় মহকুমা অফিসের সামনে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন হবে। হরেলাল মাহাতো বলেন, বিচার মিছিলের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। সমস্ত ব্লক কমিটিকে প্রয়াজনীয় নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এই সময় জেলা সভাপতি শচীন মাহাতো. জেলা প্রধান সাধারণ সম্পাদক সহনিম্ভিহ জেলা পরিষদ সদস্য অসিত সিং পাত্র, জিতু মাহাতো, বাসুদেব প্রামাণিক, ব্লক সভাপতি দুর্যোধন গোপ, গোপেশ মাহাতো, অরুণ মাহাতো, মনোরঞ্জন ঠাকুর, কার্তিক নাপিত, ভরত মাহাতো, মাধব সিং মুন্ডা, পুলক সতপথী, প্রদীপ গিরি, তুলসী মাহতো, রঞ্জিত মাহতো, রেণুকা পুরান, সুলোচনা প্রামাণিক, রেখা প্রামাণিক, গুরচরণ মাহাতো, বুদ্ধেশ্বর গোরাই, দিলীপ প্রমাণিক, বীরেন মাহতো, কাঞ্চন সিং সরদার, নির্মল গোরাই, বুদ্ধদেব ব্যানার্জি, দেবু গোরাই, গৌরঙ্গ মাহতো, অস্তিক দাস, বিজয় মোদক, বিদ্যাধর গোপ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



ग्राप भारत शतनापत रास्त्रत

পোটকা (সুনীল কুমার দে) ঃ আমাদের ঝাড়খন্ড রাজ্য টা হরিনামের এলাকা।এখানে গ্রামে গ্রামে হরিনামের বাজার বসে।মাঘ মাস থেকে শুরু করে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত প্রায় ঝাড়খন্ডের প্রতি গ্রামেই হরিনাম সংকীর্তন হয়।কোথাও হরেকৃষ্ণ নাম আবার কোথাও রাধা নাম বা যুগল নাম।কোথাও একদিন,কোথাও দুদিন,কোথাও তিনদিন কোথাও আবার পাঁচ দিন পর্য্যন্ত অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন হয়। এ বছর আমাদের অঞ্চলে মাঘী পূর্ণিমা থেকে রামগড় আশ্রমে শুরু হলো যজ্ঞ সহ নাম সংকীর্তন।তারপর গ্রামে গ্রামে শুরু হলো নাম সংকীর্তন।আমি আমাদের মাতাজী আশ্রমের কিছু ভক্তদের সাথে তাদের মধ্যে কমল কান্তি ঘোষ, সুধাংশু শেখর মিশ্র, কষ্ণ পদ মণ্ডল, অমল বিশ্বাস, বলরাম গোপ,রাজকুমার সাহ,তপন মণ্ডল,মোহিতোষ মণ্ডল প্রমুখ কে নিয়ে এ বছর রামগড় আশ্রম ও মাতাজী আশ্রম ছাড়াও গঙ্গাড়ি, জুড়ি,সর মদা,সানগ্রাম,মদন সাই,দেউলি, পড়া ভালকি,ভেলাইডি,রসুন চোপা,হেসরা,মুকুন্দ সাই,জুড়ি পাহাড়ি,হলুদপুকুর,জান্থনী, হেঁসল, এদল, চালিয়ামা,হাকাই. সিজুলতা,ভূমরি, আমদা,বাঙালিবাসা, মাঝগ্রাম ১ ও ২,কালিকাপুর ,দাবাঁকি প্রভৃতি গ্রামে হরিনামে যোগদান করলাম।কোথাও নাম আরম্ভ,কোথাও শ্রবন, দর্শন ও সাধ্যমত সহযোগ করলাম।হরিনামে অনেক আনন্দ পেলাম আবার সবাই কে আনন্দ দিলাম।এই ঝাডখন্ডের পথে একদিন হরিনাম সংকীর্তনের সংস্থাপক চৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম করতে করতে পুরীধামে গেছিলেন।ঝাড়খন্ডের মাটিতে মহাপ্রভুর চরণ ধুলো মিশে আছে তাই ঝাড়খন্ডে এতো হরিনামের প্রভাব।হরিনাম সংকীর্তন ঝাড়খন্ডের এক মহান ধার্মিক সংস্কৃতি ও পরম্পরা।



- धंशानभन्नी नरतन्त्र सापि न्यांगामी ५८ पंधिन तारफा परम ५६०० क्लांटि टीकात निष्दि धंकरत्नत रेखाशन पन् पिल्धियुत ग्रापन कतरनन नर्ल रंगाशना मुशामन्नी ए० विश्व निग्न गर्भात

অসমের জন্য এক ঐতিহাসিক চিরম্মরণীয় দিন আখ্যা

ज्ञी हरिक

মোটী ছাটাও

चकी बाहर 6

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটিঃ পূর্বে ঘোষিত কার্যসূচি অনুযায়ী আগামী ১৪ এপ্রিল অসমে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুয়াহাটি মহানগরে উপস্থিত হয়ে প্রায় ৮৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন কিংবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সামনে সরুসজাই স্টেডিয়ামে ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক একসঙ্গে বিহু নৃত্য প্রদর্শন করে সেটা গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা করা হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তিনি বলেন একদিনের সফরে আসা প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের প্রকল্পগুলো ভার্চুয়ালি উদ্বোধন কিংবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। মূলত এইমস হাসপাতাল, রাজ্যের নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল. নামরূপের মিথানেল প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। তাছাডা ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে পলাশবাডি শুয়ালকুচি সংযোগী নতুন সেতু, শিবসাগরের রংঘরের সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প, একটি নতুন চিকিৎসা কারিগরি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুয়াহাটি হাইকোর্টের মহারাজত জয়ন্তীর সমাপন সমাবেশে অংশগ্রহণ করবেন

বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ১৪ এপ্রি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অসম সফর সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্যের খোলাসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত। অসম সচিবালয় জনতা ভবনে রবিবার আয়ট্রেজিত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন ১৪ এপ্রিল সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ মহানগরের গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী সেখান থেকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে সরাসরি আইআইটি গুয়াহাটির হেলিপেডে উপস্থিত হবেন। সেখান থেকে এইমস হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মখ্যমন্ত্রী জানান কেন্দ্রীয় সরকারের ১১২৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মীয়মান এইমসের নির্মাণ কার্য ৮৫ সম্পন্ন হয়েছে। ৭৫০ টি বিছানাযুক্ত এই হাসপাতালে ওপিডি জেনারেল ওপিডি আয়ুষ ওপিডি ছাড়াও অন্যান্য অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা থাকবে। হাসপাতাল থেকে প্রতিবছর ১০০ জন ছাত্রছাত্রী এমবিবিএস অধ্যয়ন করার স্যোগ পাবেন বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন এইমসের প্রাঙ্গণ থেকেই প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের তিনটি নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ভার্চুয়ালি করবেন। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নলবাড়ি নগাঁও এবং কোকরাঝাড়ে একটি করে জনসভা আয়াজন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ভার্চুয়ালি সেই জনসভায় এলাকাবাসীকে সম্বোধন করবেন। ঐতিহাসিকভাবে মেডিকেল কাউন্সিল থেকে এক বছরে স্বীকৃতি পাওয়া নলবাড়ি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের জন্য ৬১৫ কোটি টাকা, নগাঁও এর জন্য ৫৬০ কোটি টাকা এবং কোকরাঝাড়ের জন্য ৫৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। রাজ্যের তিন জেলার এই নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল গুলো ৫০০ বিছানাযুক্ত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিবছর ১০০ জন ছাত্রছাত্রী এমবিবিএস অর্জন করার সুযোগ পাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন বাজেটে উল্লেখ করা অনুযায়ী রাজ্যের প্রতি জন রেশন কার্ড থাকা ব্যক্তিদের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মুখ্যমন্ত্রী জানান বর্তমান রাজ্যে ২৭ লক্ষ প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান কার্ড কার্যকর হয়ে রয়েছে। এবার রাজ্যের এক কোটি দশ লক্ষ ব্যক্তিদের মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণের প্রক্রিয়া সরকারের দুই বর্ষপূর্তি আগামী ১০ মে থেকে কার্যকর করা হবে। রাজ্যের চিকিৎসা কর্মী তথা আশা কর্মীরা গত তিন মাস যাবত কঠোর পরিশ্রম করে এই কার্ড নির্মাণের ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে রয়েছেন বলে জানালেন তিনি। তবে প্রতিকী হিসাবে সেদিন কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানান আইআইটি গুয়াহাটি এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে একটি বিশ্ব স্তরের গবেষণামূলক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান শুরু করতে চলেছে। আসাম অ্যাডভান্স হেলথ কেয়ার ইনোভেটিভ ইনস্টিটিউট মূলত চিকিৎসা এবং কারিগরি গবেষণার এক কেন্দ্র হিসেবে এইমস হাসপাতাল প্রাঙ্গণে গড়ে উঠবে। ৬০০ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের প্রারম্ভিক ব্যয় সাপেক্ষে প্রস্তাবিত এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন বিষয়টি সংযুক্ত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এইমস চিকিৎসালয় প্রাঙ্গণ থেকে হেলিকপ্টার এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি সরাসরি খানাপাড়া পশু চিকিৎসালয় হাসপাতালের ময়দানে থাকা হেলিপেডে অবতরণ করবেন। সেখান থেকে দুপুর প্রায় একটা ১৪৫ নাগাদ মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে গুয়াহাটি হাইকোর্টের মহারাজত জয়ন্তীর সমাপন সমারোহে অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে নিজের ভাষণ তুলে ধরবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী শংকরদেব কলাক্ষেত্র থেকে খানাপাড়া স্থিত কইনাধরা গেস্ট হাউসে উপস্থিত হয়ে আধাঘন্টা সময় বিশ্রাম করবেন। সেখান থেকে ৪.৩০ নাগাদ সরুসজাই স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সক্সজাই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান শুক্ত হবে ৪.৪৫ নাগাদ। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন তথা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নাহারকাটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে নামরূপে নির্মাণ কার্যসম্পন্ন হওয়া আসাম পেট্রো কেমিক্যালের মিথানেল প্রকল্পের ভার্চয়ালি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী করবেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সেখানেও সাধারণ জনতা একটি সভা আয়ােজন কর্বে। প্রধানমন্ত্রী ভার্চয়ালি স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১৭০৯ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হওয়া এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের শেয়ার রয়েছে ৫১ শতাংশ। তাছাডা অল ইন্ডিয়া শেয়ার রয়েছে ৪৯ শতাংশ। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর ভারতের অন্যান্য এলাকার পাশাপাশি বিদেশে মিথানেল রপ্তানি করে ব্যাপক উপকৃত হবে রাজ্য সরকার। গত কয়েক বছরে রাজ্য সরকার কোন ধরনের বিনিয়ােগ করেনি। তবে নুমলিগড় রিফাইনারিতে ২৬ শতাংশ ইকুইটি শেয়ারে বিনিয়াে্গ করার পর রাজ্য সরকার এবার আসাম পেট্রো কেমিক্যাল মিথানেল প্রকল্পে বিনিয<u>া</u>গে করেছে। এরপর সিটি গ্যাস প্রকল্পে বিনিয়াগে করবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সরকার ৪০০০ মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার প্রকল্পে বিনিয়ােগ করবে। তাছাডা উত্তর প্রদেশের ঘাটাম বিদ্যুৎ প্রকল্পে বিনিয়ন্তো করতে চলেছে অসম সরকার। আগামী এক মাসের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে প্রায় ১৫ হাজার কোটি রাজ্য সরকারের তরফে বিনিয়াে্গ করা হবে বলে ঘােষণা করেছেন তিনি।

সরুসজাই স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শিবসাগরের রংঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ১০০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে প্রস্তুত করা প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন সেখানে আয়ােজিত জনসভায় ভার্চুয়ালি প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় ব্যক্তিদের সম্বোধন করবেন। এই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন যেটা বাকি রয়েছে সেটা আগামী ১৪ এপ্রিলের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে পলাশবাড়ি শুয়ালকুচি সংযোগী নতুন সেতুর ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ৩১৯৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে প্রস্তাবিত সেতুর নির্মাণ সম্পন্ন হতে তিন থেকে চার বছর সময় লাগবে। এক্ষেত্রে এই সেতু নির্মাণের জন্য

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে পরিবেশ বন ইত্যাদি বিভিন্ন অনুমতি সংগ্রহ করেছে। নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাক্ষ, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের সন্মিলিত প্রয়াসে এই সেতৃ নির্মাণ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এই সেতু নির্মাণ হওয়ার পর গুয়াহাটি মহানগরের জন্য রিং রোড নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশ খানিক এগিয়ে যাবে রাজ্য সরকার। এরপর নারেঙ্গী এবং কুডুয়ার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর আরেকটি সেতু নির্মাণ করার পর রিংরোড নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হবে। বর্তমান গুয়াহাটি এবং উত্তর গুয়াহাটির মধ্যে অপর একটি সেতু নির্মাণের কাজ আগামী বছরের মার্চ কিংবা এপ্রিলের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে উঠবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান এর পরেই মূল অনুষ্ঠান আয়াজন করা হবে।প্রধানমন্ত্রীর সামনে সরুসজাই স্টেডিয়ামে ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক একসঙ্গে বিহু নৃত্য প্রদর্শন করবেন। এই বিহু নৃত্যকে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ইতিমধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে। বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকরা আগামী ১১ ১২ এবং ১৩ এপ্রিল পরম্পরাগত পোশাকের সঙ্গে বিহু নৃত্যের অভ্যাস করবেন। ১৫ মিনিট এই বিহু নৃত্য প্রদর্শন করা হবে। এরপর সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে দিল্লি উডে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন সরু সাজাই স্টেডিয়ামে যেহেতু বসার

আসন কম। ফলে আগামী ১১ থেকে ১২ এপ্রিল মহানগরের শংকরদেব কলাক্ষেত্রে মোট ১০ হাজার প্রবেশপত্র সাধারণ মানুষের জন্য বিতরণ করা হবে। তাছাড়া ১১ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত বিকেল সাড়ে চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত তিনবার বিহু নৃত্য প্রদর্শন করা হবে। সে সময় দর্শকরা চাইলে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে উপস্থিত হয়ে সেটা দেখতে পারবেন। ১০ এপ্রিল রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকরা মহানগর এসে উপস্থিত হবেন। ফিরে যাবেন ১৫ই এপ্রিল সকাল। প্রত্যেকের জন্য খাবার এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাডা মহানগরের ৯০ হোটেল তাদের জন্য বুক করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। ৫০ জন সদস্য থাকা প্রতি দলে একজন ডাক্তার এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে আয়ােজিত এই অনুষ্ঠানের জন্য কিছুটা যানজটের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে সেদিন বড় বাহন ট্রাক ইত্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে কিছুটা বাধান করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন উপায়ে অন্য রাস্তা দিয়ে সেই বাহনগুলো পার করে দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব



সাময়িকী

সম্পাদকীয়

তাইওয়ান প্রশ্নে তৃতীয় বিকল্পের খোঁজে মাক্রো

ক্রবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে মাক্রোঁর। সেখানে তাইওয়ান নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ ছাড়াও ওই বৈঠকে উপস্থিত 🖣

ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান উরসুলা ফন ডায়ের লাইয়েন। বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ, রাশিয়ার। অবস্থান এবং তাইওয়ান নিয়ে চীনের অবস্থান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। রোববার সে বিষয়েই ফ্রান্সের একটি। সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মাক্রোঁ। সেখানে তিনি বলেছেন, তাইওয়ান নিয়ে দুইটি চরম বিন্দুতে দাঁড়িয়ে অ্যামেরিকা এবং চীন। অ্যামেরিকা কড়া অবস্থান নিয়েছে, অন্যদিকে চীন চরম প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। ইউরোপের এই বাইরে একটি তৃতীয় অবস্থান নেওয়া উচিত। বস্তুত, সেটিকে তৃতীয় মেরু হিসেবে চিহ্নিত



করেছেন মাকোঁ। মাক্রোর বক্তব্য, চীনের অভিযোগ, তাইওয়ান নিয়ে অ্যামেরিকা অতিরিক্ত নাক গলাচ্ছে। আবার যেভাবে তাইওয়ানের সৈকতে সামরিক মহড়া শুরু করেছে.

গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে ইউরোপকে একটি তৃতীয় বিকল্প খুঁজতে হবে। একটি মধ্যবর্তী অবস্থান নিতে হবে। অ্যামেরিকার রাস্তায় হাঁটলে চলবে না। বস্তুত, বিশ্ব রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে মাক্রোঁ বলেন, একসময় ইউরোপ তার নিজের নীতি, নিজের কৌশল তৈরি করতো। গত বেশ কিছু বছরে ইউরোপ অ্যামেরিকার কৌশল অনুসরণ করছে। এটা বদলানো দরকার। ইউরোপকে নিজের কৌশল, নিজের অবস্থান তৈরি করতে হবে। এবং সেটা ইইউ কে জোট বেঁধে করতে হবে। একা কোনো দেশের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। কৌশলগত অবস্থানের প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন মাক্রো। তার বক্তব্য, সার্বিকভাবে ইউরোপীয়দেশগুলির সামরিক বাজেট বাড়ানো দরকার। যে পরিমাণ অস্ত্রের প্রয়োজন, সেই। পরিমাণ অস্ত্রের জোগান নেই। এর ফলে ইউরোপকে অস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে অ্যামেরিকা এবং এশিয়ার দেশগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে। অন্যদিকে, অ্যামেরিকা এবং চীন দ্রুত তাদের অস্ত্রের সম্ভার বাড়িয়ে। চলেছে। এখানেও ইউরোপের দেশগুলি পিছিয়ে পড়ছে। এখানেও ইউরোপকে বিকল্প অবস্থান নিতে হবে। তাহলে কি তাইওয়ান নিয়ে নাক গলাবে না ইউরোপীয় 🖠 ইউনিয়ন। মাক্রোঁর বক্তব্য, তাইওয়ানে শান্তি যাতে 🖥 বজায় থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে ইউরোপ। কিন্তু তার বেশি কথা বলবে না। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেমন একটি ইউনিট তেমন চীনও এক চীন নীতির উপর দাঁড়িয়ে একটি ইউনিট তৈরি করতে চাইছে। তাইওয়ান তার অংশ। ফলে সেখানে ইউরোপের নাক গলানোর কোনো জায়গা নেই। তাইওয়ান প্রশ্নে অ্যামেরিকা অত্যন্ত সরব। যেভাবে চীন তাইওয়ানকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে. তার বিরোধিতা করছে অ্যামেরিকা। সম্প্রতি তাইওয়ানের রাষ্ট্রপ্রধান অ্যামেরিকায় গিয়ে কংগ্রেসের স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকও করে এসেছেন। তার পরেই তাইওয়ানের সমুদ্র সৈকতের খুব কাছে সামরিক মহড়া শুরু করেছে চীন। এই পরিস্থিতিতে মাক্রোঁর এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।



জানা অজানা

সুনীল কুমার দে আমাদের ছোটো नদी চলে আঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে। পার হয়ে যায় গুরু পার হয় গাড়ি। এই সব কবিতা ছোটবেলায় পড়ে ছিলাম।সেই রাম ও নেই,সেই অযোধ্যাও নেই। আমাদের সুন্দর ভাষা,সরল ভাষা,মধুর ভাষা,মাতৃভাষা আজ হারিয়ে গেলো।আমাদের ভাবী কালের ভবিষ্যৎ,আমাদের প্রতিনিধি, আমাদের বংশ ধরদের মুখে বাংলা ভাষা নেই।তারা বাংলা পড়তে জানে না,বলতে জানে না,লিখতে জানে না।আমরা তাদের ইংরেজ বানিয়ে দিয়েছি।কি লজ্যা ও দুর্ভাগ্যের

সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে।ধর্ম আজ বিপন্ন।আমাদের সনাতন ধর্ম বিধর্মীদের হাতে লাঞ্চিত, অপমাণিত। তবু আমরা নীরব,নিথর।আমরা কাকের মতো একখানা ময়ূর পালক পরে ময়ুর হতে চাই। আমরা ভালো জিনিসের অনুসরণ করি না,আমরা অন্ধ অনুকরণ করি।এই অবক্ষয়তার যুগে একটু দাঁড়িয়ে ভাবুন,আমরা কি করছি,কোথায় চলেছি।আমরা কোন সমাজ নির্মাণ করতে চাই।আমাদের জীবন থেকে যদি আমাদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম হারিয়ে যায় তাহলে আমরা কি নিয়ে গর্ব করবো।তাই সবাই একটু সচেতন হউন।একটু কথা।আজ আমাদের ভাষা ও ভাবুন,একটু থমকে দাঁড়ান।

* * * 1010 Oct 1010 ... * * * 1010 Oct 1010



ভূমধ্যসাগরে ভাসছে ৪০০ অভিবাসনপ্রত্যাশীর জাহাজ

য় ৪০০ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী নিয়ে একটি জাহাজ গ্রিস ও মাল্টার মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরে ভাসছে বলে জানিয়েছে সাহায্য সংস্থা অ্যালার্ম ফোন। সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকা থেকে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নৌকায় ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়া বেড়েছে।

ইউরোপে আসার জন্যভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার সময় বিপদে পড়া মানুষদের



সহায়তা ফোন। অ্যালার্ম সংস্থাটি রোববার টুইটারে জানায়, লিবিয়ার তবরুক থেকে রওয়ানা হওয়া একটি জাহাজ থেকে রাতে **२**८ इत्याष्ट्रिल। विषयाि

ক তু পি ক্ষ কে জানানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে অ্যালার্ম ফোন। জাহাজটি এখন মাল্টার 'সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এরিয়া' এসএআর এ আছে বলে জানিয়েছে তারা।

এদিকে জার্মান এনজিও সিওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল ঐ নৌকাটি খুঁজে পাওয়ার কথা টুইট করে জানিয়েছে। আশেপাশে দুটি জাহাজ রয়েছে বলেও জানায় তারা। তবে



নৌকাটি উদ্ধার না করতে ঐ দুই জাহাজকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সিওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল। তবে মাল্টা একটি জাহাজকে শুধু জ্বালানি দিয়ে নৌকাটিকে সহায়তা করতে বলেছে।

অ্যালার্ম ফোন বলছে, নৌকায় থাকা মানুষেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের চিকিৎসাসেবার প্রয়োজন। নৌকাটিতে জ্বালানির অভাব দেখা দিয়েছে এবং নীচতলায় পানি উঠে গেছে বলেও জানিয়েছে অ্যালার্ম ফোন। নৌকার মাঝি চলে যাওয়ায় সেটি এখন নিয়ন্ত্রণের কেউ নেই বলে জানিয়েছে

রেস্কশিপ নামে আরেকটি এনজিও রোববার এএফপিকে জানিয়েছে, ইটালি ও টিউনিশিয়ার মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরে একটি নৌকা ডুবে অন্তত দুইজন অভিবাসনপ্রত্যাশী নিহত হয়েছেন। নিখোঁজ আছেন আরও ২০ জন।

রেস্কশিপের উদ্ধারকারী জাহাজ 'নাদির' ২২ জনকে উদ্ধার করে ইটালির লাম্পেডুসা দ্বীপে নিয়ে গেছে।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা ক্যামেরুন, আইভরিকোস্ট ও মালির পুরুষ, নারী ও শিশু বলে জানিয়েছেন নাদির জাহাজের ক্যাপ্টেন ইঙ্গো ভেয়ার্থ।

ফরাসি আলপসে তুষারধস, মৃত অন্তত চার

আলপসের সবেচিচে শৃঙ্গ মঁ ব্লাঁর কাছে তুষারধস। এখনো উদ্ধারকাজ চলছে। মৃতদেহ শনাক্ত হয়নি।

লম্বা সপ্তাহান্তে বহু মানুষ বেড়াতে গেছিলেন ফরাসি আলপসে। ভিড় জমেছিল শ্যামোনিক্সে। এটি মঁ ব্লঁ যাওয়ার বেস ক্যাম্প। এখান থেকে বহু মানুষ আলপসে স্কি করতে যান। রোববারও তেমন বহু মানুষ স্কি করতে উপরে গেছিলেন। আর তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। তুষারধস নামে আহমস হিমবাহে। ভয়াবহ তুষারধসে বহু মানুষ নিখোঁজ হয়ে যান। ধস নামা থামার পর দ্রুত সেখানে দুইটি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। নিচ থেকেও একটি দলকে উপরে পাঠানো হয়।

এখনো পর্যন্ত চারজনের দেহ উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারী দল। কিন্তু তাদের পরিচয় জানা যায়নি। নয়জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আরো কেউ



আটকে আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধারকাজ এখনো থামেনি বলে জানানো হয়েছে।

প্রায় সাড়ে ১১ হাজার ফুট উচ্চতায় এই হিমবাহ। স্কি করার আদর্শ জায়গা। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, হিমবাহ থেকে একটি বড় অংশ খসে পড়ে যায়। লম্বায় যা প্রায় হাজার মিটার এবং চওড়ায় ১০০ মিটার।

আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্যই এমনটা হয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন।

আহমস হিমবাহটি শ্যামোনিক্স থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এবং সে কারণেই এটি একটি নাম করা পর্যটন স্থান। অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের জন্য বহু মানুষ এখানে বেড়াতে আসেন।

ভারতে বাঘের সংখ্যা বেড়ে তিন হাজার ১৬৭



বাঘসুমারির ফলপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতে

এখন বাঘের সংখ্যা তিন হাজার ১৬৭। ভারতে প্রজেক্ট টাইগার শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। মাত্র নয়টি টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট নিয়ে শুরু হয় এই প্রকল্প। ৫০ বছর পর এখন টাইগার রিজার্ভের সংখ্যা হলো ৫৩।

উনিশ শতকের শেষে ভারতে ৪০ হাজারের মতো বাঘ ছিল। কিন্তু শিকার ও নির্বিচারে বাঘ মারার ফলে তা ভয়ংকরভাবে কমে য়ায়। ১৯৭২ সালে প্রথম বাঘগণনায় দেখা যায়, দেশে এক হাজার ৪১১টি বাঘ আছে। প্রজেক্ট টাইগারের ফলে একসময়ে ভারতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখে থাকা বাঘের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ১৬৭। সন্দেহ নেই, প্রজেক্ট টাইগারের সাফল্য এটা। বিখ্যাত

প্রাণিসংরক্ষণবিদ ওয়াই ভি ঝালা ইন্ডিয়া টুডেকে বলেছেন, প্রজেক্ট টাইগার নেয়া না হলে ভারতে বাঘথাকত না। উনিশ শতকের শেষে ভারতে যখন ৪০ হাজার বাঘ ছিল, তখন দেশে বনের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। ক্রমশ, জনসংখ্যা বেড়েছে। বনের পরিমাণ কমেছে। বন্যজন্তুরাও বিপাকে পড়েছে। প্রজেক্ট টাইগারের প্রধান এস পি যাদব বলেছেন, করবেট, কানহা, পেনচ, বান্ধবগড, রনথস্ভোর, পানার মতো অনেক টাইগার রিজার্ভ আছে, যেখানে বাঘের সংখ্যা আর বাড়া সম্ভব নয়। কারণ, একটা বাঘের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বিচরণভূমি দরকার হয়। তাই এখন বাঘের সংখ্যা বাড়াতে গেলে বিশেষ কৌশল নিতে হবে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঘটনা, অনেক বনে বাঘ নেই। এখন তিন লাখ বর্গ কিলোমিটার বনভূমির মধ্য়ে ৯০ হাজারে বাঘ আছে। ঝালা জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, উত্তরপূর্বের রাজ্গুলিতে আরো প্রায় হাজার দেড়েকের মতো বাঘ থাকা সম্ভব। তিনি জানিয়েছেন, ভারতে টাইগার রিজার্ভগুলির আয়তন গড়ে ২৩০ বর্গকিলোমিটার। মাপে এগুলি ছোট। সেরেঙ্গেটি, ইয়েলোস্টোনের মতো বিশাল রিজার্ভ নেই. তার

জন্য অসুবিধাও হচ্ছে। চারবছর আগে বাঘসুমারির পর বলা হয়েছিল, ভারতে দুই হাজার ৯৬৭টি বাঘ আছে। এবার বাঘসুমারির হিসাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, বাঘের সংখ্যা বেড়েছে। এটা শুধু ভারতের নয়, গোটা বিস্ত্রের কাছে সাফল্যের কাহিনি। মোদীর দাবি, ভারত তার সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রাণিদের সংরক্ষণ করছে। সেজন্যই সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞরা ভারতের ওই সংরক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বেঙ্গালুরুর অশোক ট্রাস্ট ফর রিসার্চ ইন ইকলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেটের শরৎচন্দ্র লেলে সংবাদসংস্থা এপিকে বলেছেন, ভারতীয় সংরক্ষণ পদ্ধতি মান্ধাতার আমলের।

ভারতে মানুষের সঙ্গে বাঘসহ অন্য প্রামির সংঘাত লেগেই রয়েছে।

জার্মানির হকেনহাইমে দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

একটি ফ্ল্যাটের ঘর থেকে তাদের দেহ নিয়ে গেছে। ঘটনাস্থল থেকে ৪৩ বছরের উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মৃত ওই দুই শিশুর বয়স সাত এবং নয়। দক্ষিণপশ্চিম জার্মানির হকেনহাইম শহর থেকে ওই দুই শিশুর মৃতদেহউদ্ধার করা হয়। পুলিশ দুইটি দেহই ময়নাতদন্তের জন্য

এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই নারী দুই শিশুর আত্মীয় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে তিনি ওই দুই শিশুর মা কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। পুলিশ এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চায়নি।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই নারী দুই শিশুকে খুন করেছেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কিন্তু তার পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। কেন, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তাও স্পষ্ট করে জানানো হয়নি।

এবিষয়ে পরে আরো তথ্য জানানো হবে





वाश्ना ভाষा (मधाव बाल्पानन युक इंग्रेक बामापव घव (धाक

দের গরব মোদের আশা, আমরি বাঙলা ভাষা। আ মা দের মাতৃভাষা।বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব ও আমাদের অভিমান, আমাদের পরিচিতি,আমাদের মান ও সম্মান।বাংলা ভাষা মধুর ও সহজ সরল ভাষা।বাংলা ভাষা পথিবীর এক শক্তি শালী ও সম্বদ্ধ ভাষা।বাংলা ভাষার স্থান ভারতে দ্বিতীয় ও পৃথিবীতে 🕻 পঞ্চম।বাংলা ভাষা ঝাড়খন্ডের

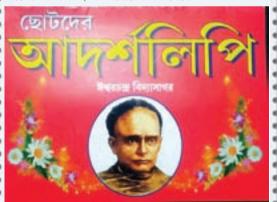
বুনিয়াদি ভাষা।কিন্তু দুঃখের

বিষয় আজ আমরা বঙ্গবাসীরা



সুনীল কুমার দে

আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা কে ভুলতে বসেছি।আমি বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের কথা বলছি।আমরা ঝাড়খণ্ডে ৪২ প্রতিশত বঙ্গভাষী আছি যাদের মাতৃভাষা বাংলা। অর্থাৎ আমরা বাঙলা বুঝি ও বাঙলায় কথা বলি।কিন্তু দুঃখের বিষয় ঝাড়খণ্ড রাজ্য হওয়ার পর থেকে ঝাড়খণ্ডে বাঙলা মিডিয়াম স্কুল সব শেষ হয়ে গেছে।বঙ্গভাষী ছেলে মেয়েরা হয় হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে পড়ছে নয় তো ইংরেজি মিডিয়াম স্কলে পড়ছে। অর্থাৎ বাঙলা ভাষার বধ হয়ে গেছে যা আজ আমাদের বঙ্গভাষীদের জন্য চরম হতাশা ও অপমানের বিষয়।আমাদের বংশধরেরা আর কিছুদিন পরে নিজেদের মাতৃভাষা বাঙলা জানবে না. বাঙলায় কথা বলতে পারবে না।বাঙলা পড়তে ও লিখতে পারবে না।এর জন্য শুধ মাত্র যে ঝাডখণ্ড সরকারই দায়ী তা নয় আমরা বঙ্গভাষীরাও সমান ভাবে দায়ী।এর জন্য আমরা কেউ বিরোধ করলাম না।সব হাত গুটিয়ে বসে তামাশা দেখলাম।তাছাডা আমাদের সবার ধারনা হয়ে গেছে ইংরেজি স্কুলে না পড়ালে আমাদের ছেলে মেয়েরা মানুষ হবে না ও তাদের কেরিয়ার তৈরী হবে না।এটা খুবই ভ্রান্ত ধারণা।আমরা কিন্তু বাঙলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ে বাঙলা শিখেছি, হিন্দি শিখেছি,ইংরেজি শিখেছি আবার সংস্কৃত ও শিখেছি আবার চাকরি ও পেয়েছি।তাই আমি হিন্দি ও ইংরেজি বিরোধী নই কারন হিন্দি ভারতের রাজভাষা ও ইংরেজি অন্তরাষ্ট্রীয় ভাষা তাই হিন্দি ও ইংরেজিকে আমাদের জানতে হবে ও শিখতে হবে কিন্তু তাই বলে আমাদের মাতৃভাষা বাঙলাকে ভুলে যাবো ও বাঙলাকে ছেড়ে দেব তা কখনো হতে পারে না।আর কিছু দিন পরে বাঙালির ঘরে বাঙলা পাঁজি দেখার লোক থাকবে না বা বাঙলা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত,গীতা, ও কথামৃত পড়ার লোক থাকবে না।যে কোন মানুষের পরিচয় হয় তার ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম কে নিয়ে।তাই মানুষকে কোন অবস্থাতেই নিজের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে ভুলে যাওয়া উচিত নয় বা ত্যাগ করা উচিত নয়। তাই আমি ঝাড়খন্ড সরকারকে অনুরোধ করবো বাংলা বহুল ঝাড়খন্ড রাজ্যে প্রত্যেক বাংলা মিডিয়াম স্কুল গুলোতে যা হিন্দি মিডিয়াম এ পরিবর্তিত হয়ে গেছে পুনরায় সে সব স্কুলগুলোকে বাংলা মিডিয়াম স্কুল করে পুনরায় বাংলা ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হউক।আর বাঙালি মশায়দের অনুরোধ করবো আপনাদের ছেলে মেয়েদের কে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পাঠানোর মানসিকতা তৈরি করুন।সাথে সাথে যতদিন না পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থা চালু হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত নিজের নিজের ঘরে ছেলেমেয়েদের কে সরল বর্ণবোধ টা শিখান যাতে তারা বাংলা বলতে পারে,বাংলা পড়তে পারে ও বাংলা লিখতে পারে।আসুন সবাই আমরা বাংলা শিখি ও বাংলা শিখাই।আর এই আন্দোলন শুরু হউক আমাদের ঘর থেকে।





পাঠকের চিঠি

গ্রীষ্মকাল এলেই রক্ত সংকট এক চরম আকার নেয়

হয়তো আমাদের অনেকেরই শোনা, মানুষ মানুষের জন্যে,জীবন জীবনের জন্যে সত্যিই মানুষ হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবতার এক পরিচয় বহন করে। রক্ত দান যেন জীবন দান। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কোনো রোগীকে শুধুমাত্র রক্ত দান নয় যেকোন মুমুর্য ব্যক্তিকে চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে রক্তদান করে তাকে বাঁচানো সত্যিই এক চরম মানবিকতার নিদর্শন বহন করে ।দিনে দিনে বিভিন্ন হাসপাতালের ব্ল্যাডব্যাঙ্কে রক্তের সংকট মোচন করতে আরও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলোকে এগিয়ে আসা উচিত। আজ চারিদিকে রক্তসংকটের চিত্র ফুটে উঠছে। ব্লার্ড ব্যাঙ্কগুলোতে রক্তের ভীষণ সংকট দেখা দিয়েছে। কোনো অসহায় বা মুমূর্ষ কোনো ব্যক্তির রক্তের প্রয়োজন হলে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয় রোগীর পরিবার পরিজনদের । সাধারণত গরমের সময়ে রক্তের সংকট দেখা দেয় তারপরে করোনা আবহে। এই পরিস্থিতিতে সত্যিই যেন রক্ত সংকট এক চরম আকার নেয়। সেক্ষেত্রে রক্তের সংকট মেটাতে সাধারণ মানুষদের আরও এগিয়ে আসা উচিত। শংকর সাহা,দক্ষিণ দিনাজপুর

বিখ্যাত গীতিকার ভূপেন হাজারিকার এই গানটি



স্পত্নাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদকঃ রজ্ঞ কুমার গুণ্ডা, ছারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৬৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদকঃ আদিত্য কুমার চ্যাটিজ্ঞী** কোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, কৈলু ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী) Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Winda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi 834001, Jharkhand, : Executive Editor : Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com



ক্রেন ইস্যুতে জাতিসংঘের তিনটি সংস্থার নির্বাচনে হেরেছে রাশিয়া

মাস্কো ঃ রাশিয়া এ সপ্তাহে জাতিসংঘের তিনটি সংস্থার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে যাতে এ রকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এক বছর আগে ইউক্রেন আক্রমণের বিরোধিতা

শক্তিশালী হয়েছে। জাতিসংঘের ৫৪ সদস্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৩ সদস্যের সাধারণ পরিষদের বাধ্যতামূলক নয় এমন ছয়টি প্রস্তাব অনুমোদনের পর এই ভোট গ্রহণ করা হয়। সর্ব**শে**ষ ২৩ শে ফেব্রুয়ারী, আক্রমণের প্রথম বার্ষিকীর প্রাক্কালে -মস্কোকে শক্রতার অবসান এবং তার বাহিনী প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং ১৪১৭ ভোটে গৃহীত হয়েছিল। ৩২ টি দেশ ভোট দানে বিরত ছিল। ইকোসক ভোটে, রাশিয়া নারীদের স্থিতি সম্পর্কিত কমিশনের একটি আসনের জন্য রোমানিয়ার কাছে বিপুলভাবে পরাজিত হয়। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা

ইউনিসেফের নির্বাহী বোর্ডের



সদস্য হওয়ার জন্য এস্তোনিয়ার কাছেও তারা হেরে যায়। তারা আর্মেনিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্রের কাছে অপরাধ প্রতিরোধ ও ফৌজদারি বিচার কমিশনের সদস্যপদের জন্য গোপন ব্যালট ভোটে পরাজিত হয়।

লিন্ডা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত টমাস গ্রিনফিল্ড বুধবারের ভোটের পর বলেন, ইকোসক সদস্যদের কাছ থেকে এটি একটি স্পষ্ট সংকেত যে, জাতিসংঘ সনদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করে কোনও দেশের

জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলিতে কোন পদে থাকা উচিত নয় । ইকোসকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ১৪টি কমিশন, বোর্ড ও বিশেষজ্ঞ সদস্যদের জন্য ভোটাভুটিতে রাশিয়াকে সামাজিক উন্নয়ন কমিশনে নির্বাচিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এ বিষয়ে সম্পুক্ত না থেকে বলেছে যে, রাশিয়ার আগ্রাসন আন্তর্জাতিক আইন এবং ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখগুতা লঙ্ঘন করে।

রামনবমীর সংঘর্ষ এবার জামশেদপুরে

জামশেদপুর ঃ রামনবমীর পর পেরিয়ে গেছে দুই সপ্তাহ। কিন্তু এখনো উত্তেজনা অব্যাহত। জামশেদপুরে নামানো হলো **पाञ्चा श्रुलिश**। রামনবমীর সময় যে গেরুয়া পতাকা

টাঙানো হয়েছিল, তাই নিয়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল দুই গোষ্ঠী। সংঘাত এতটাই বাড়ে যে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় একটি অটো রিকশতে। একাধিক দোকানে আগুন দেওয়া হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাসেরশেল ছুঁড়ে প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে দাঙ্গাপুলিশ নামানো হয়। রুট মার্চ করে তারা। পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। স্থানীয় পুলিশ প্রধান প্রভাত কুমার সংবাদসংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, ''যারা রাস্তায় নেমে হাঙ্গামা করছিল, তাদের বাড়ি পাঠানো হয়েছে। গোটা এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।'' সিংভূমের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বিজয় যাদব সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বেশ



কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। শান্তি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তারা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কিছু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং অন্যত্র তারা ভয়া খবর

প্রচার করেছিল বলে দেখা গেছে। ওই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, ভুয়া খবরে কেউ যেন উত্তেজিত না হন। শনিবার থেকেই পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খগু জামশেদপুরে। রোববারও পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। সোমবার পরিস্থিতি খানিকটা শান্ত হয়েছে বলে পুলিশ

উত্তর আয়ারল্যান্ডে আবার সহিংসতার আশঙ্কা

আয়ারল্যান্ডঃ উত্তর আয়ারল্যান্ডে শান্তি ফেরাতে ২৫ বছর আগে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরের আগে নতুন করে উত্তেজনা এডাতে জোরালো উদ্যোগের অঙ্গীকার করলো ব্রিটেন ও

আয়ারল্যান্ড। উত্তর আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় তিন দশকের উত্তেজনা ও সহিংসতা বন্ধ করতে ২৫ বছর আগে 'গুড ফ্রাইডে' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। প্রায় ৩,৫০০ মানুষ সেই হিংসার বলি হয়েছে। ১৯৯৮ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে আয়ারল্যান্ডের দ্বীপে যুক্তরাজ্যের এই প্রদেশে তখন থেকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে নেবার কাঠামো চালু আছে। কিন্তু ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করার ফলে সেই শান্তির অন্যতম ভিত্তি নড়ে গেছে। আইরিশ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে উত্তর আয়ারল্যান্ডের স্থলসীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ আগের মতোই

প্রায় অদৃশ্য রাখার উদ্যোগের ফলে উত্তর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ব্রিটিশ ভুখণ্ডের মাঝে সমুদ্রে নতুন এক সীমা গজিয়ে উঠেছে। ফলে প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। প্রোটেস্টান্ট ডিইউপি দল এক বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রাদেশিক সরকারে অংশ নিতে অস্বীকার করে আসছে। সেই জটিলতা কিছুটা কমাতে সম্প্রতি ব্রিটেন ও ইইউ এক বোঝাপড়ায় এলেও নতুন করে অশান্তির আশঙ্কা দূর

হচ্ছে না। এমনই প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার উত্তর আয়ারল্যান্ড সফরে আসছেন আইরিশ বংশোদ্ভত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আড়ম্বর ছাড়াই এক সপ্তাহ ধরে 'গুড ফ্রাইডে' চুক্তির রজত জয়ন্তি উদযাপন করা হবে। ২৫ বছর আগে মার্কিন প্রশাসন সেই প্রদেশে শান্তি ফেরাতে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিল। বর্তমানে সেই শান্তি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। গত মাসে ব্রিটেনের

* * * * *** **** ****

এমআইফাইভ গোয়েন্দা সংস্থার এক রিপোর্ট অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদের আশক্ষা তীব্র হয়ে উঠেছে। অদূর ভবিষ্যতেই হিংসা শুরু হবে বলে সেই সংস্থা মনে করছে। এমনকি বাইডেনের সফরের সময়েও হামলার আশঙ্কা দূর করা যাচ্ছে না। ব্রিটেন ও আইরিশ প্রজাতন্ত্রের ভারতীয় বংশোদ্ভত দুই প্রধানমন্ত্রী নতুন করে উত্তেজনা এড়াতে জোরালো উদ্যোগের ঘোষণা করেছেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক দুই দেশের সরকারের মধ্যে সেই সহযোগিতার প্রতি বিশাল আন্তর্জাতিক সমর্থনের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ২৫ বছর আগে সব পক্ষ আপোশ মেনে নিযে সব কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই মনোভাবের প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লিও ভারাদকর সুনাকের সঙ্গে মিলে উত্তর আয়ারল্যান্ডে রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটানোর অঙ্গীকার করেছেন।

গত ২৫ বছরে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বাস্তব পরিস্থিতি অনেকটা বদলে গেছে। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ব্যালেট বক্সে রাজনৈতিক সমীকরণও আগের মতো নেই। গত আঞ্চলিক নির্বাচনে জয়লাভ করে শিন ফেন দল ক্ষমতার নেতত্ত্ব দিচ্ছে। প্রোটেস্টান্ট ডিইউপি দল সরকারে যোগ না দেওয়ায় অবশ্য অচলাবস্থা চলছে। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আইরিশ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে পুনরেকত্রীকরণের আকাঙ্ক্ষাও বেড়ে চলেছে। ফলে 'গুড ফ্রাইডে' বোঝাপড়া নতুন করে চাঙ্গা করতে না পারলে ভবিষ্যতে উত্তর আয়ারল্যান্ড প্রদেশ ব্রিটেনের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা বাড়ছে। স্কটল্যান্ডের পাকিস্তানি বংশোদ্ভত নতুন 'ফার্স্ট মিনিস্টার' নতন করে সেই প্রদেশের স্বাধীনতার প্রয়াস চাঙ্গা করে তোলার অঙ্গীকার করায় ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে।



গানা হতে জার্মানি ঃ একটি হারানো মানিব্যাগের মালিককে খঁজে বের করার কাহিনী

লামপাডুসাঃ কালো, রঙচটা, প্লা<mark>স্টি</mark>কের মানিব্যাগটি পাওয়া গিয়েছিল ইতালির ল্যাম্পাডুসা দ্বীপে। গানা থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার পথ সাথে নিয়ে এসে এটি মনে হয় ফেলে দেয়া হয়েছিল। মানিব্যাগটি খোলার পর ভেতরে অনেক কিছুর সঙ্গে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স। রিচার্ড ওপুকু'র যে ছবিটি লাইসেন্সের এক কোনায়, সেটি থেকে তিনি যেন সরাসরি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। লাইসেন্সটি আরও অনেক ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের সঙ্গে খুঁজে পাওয়া গেছে ল্যাম্পাড়ুসা দ্বীপের তীরে। ছোট্ট নৌকায় বিপদজনক পথে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে যারা ইউরোপে আসার চেষ্টা করে, তাদের অনেকে এসে নামে এই জায়গাটায়। এখানেই তারা তাদের জিনিসপত্রে ফেলে রেখে যায়। এই মানিব্যাগটি পাওয়া গিয়েছিল কয়েক বছর আগে। এটি দেখে আমার বেশ কৌতূহল জেগে উঠলো এই ড্রাইভিং লাইসেন্সের পেছনে যে গল্প লুকিয়ে আছে, আমার সেটি জানার ইচ্ছে হলো। এই ওয়ালেটটি ছিল একটি সংগ্রহশালায়, যেখানে এরকম আরও বহু মানুষের বিষাদময় স্মৃতির ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। প্রতিবছর যে হাজার হাজার মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আফ্রিকা থেকে ল্যাম্পাডুসায় আসার চেষ্টা করে, তাদের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য গড়ে উঠেছে এটি। লাইফজ্যাকেট, রান্নার হাঁড়ি, জলের বোতল, কপালে লাগানো যায় এমন টর্চ, ক্যাসেট টেপ তাকের ওপর এবং দেয়ালে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা এরকম অনেক জিনিস। ল্যাম্পাডুসার বন্দরের ঠিক পাশেই এই মিউজিয়াম।



একদল স্বেচ্ছাসেবী ২০০৯ সাল হতে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য এসব জিনিস সংগ্রহ করে চলেছে। অনেকে তাদের সঙ্গে মাটিও নিয়ে আসে। তাদের নিজেদের দেশ থেকে, একটি ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেট তুলে ধরে বলছিলেন গিয়াকোমো এসফারলাজো। যারা এই মিউজিয়ামটি গড়ে তুলেছে তিনি তাদের একজন। এরকম ছোট ছোট কিছু প্যাকেট আমরা খুঁজে পেয়েছি। আফ্রিকায় নিজের দেশের সঙ্গে তাদের বন্ধন কত গভীর ছিল, এগুলো তার প্রমাণ, বলছিলেন তিনি। গিয়াকোমো এরপর একটি বড় ফোল্ডার বের করলেন। ভেতরে অনেক ছবি, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, চিঠি। এর মধ্যেই ছিল মি. ওপুকুর কাগজপত্র। ল্যাম্পাডুসা আসলে ইউরোপের চাইতে আফ্রিকার অনেক কাছাকাছি এই ছোট্ট জেলে এবং পর্যটন দ্বীপে থাকে ছয় হাজারের মতো মানুষ। নতুন জীবনের সন্ধানে যারা সাগর পাড়ি দেয়, তাদের জন্য এই দ্বীপ বহু কাল ধরেই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য প্রথম পা ফেলার জায়গা। প্রতি বছর ইউরোপে যাওয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথ পাড়ি দেয়। কেবল এবছরের মার্চ মাসেই তিন হাজারের বেশি মানুষ ল্যাম্পাড়ুসায় এসে পৌঁছেছে। গত বছরের একই সময় যত মানুষ এসেছিল, এবার তার দ্বিগুণ। ভূমধ্যসাগরের এই অংশটি হয়ে উঠেছে অভিবাসীদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর রুট। ২০১৪ সাল হতে এই রুটে মারা গেছে বা নিখোঁজ হয়েছে বিশ হাজারের বেশি মানুষ। কিন্তু মি. ওপুকু হয়তো তাদের একজন, যারা বেঁচে গেছেন। কীভাবে তিনি এতদুর এসে পৌঁছেছিলেন, সেটি জানার জন্য আমি গানায় ফিরে যাই। গানার মধ্যাঞ্চলীয় ব্রং আহাফোতে যাই আমি। এখান থেকে বহু মানুষ অভিবাসী হতে বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমায়। এদের অনেকেই যেহেতু উত্তর দিকে যায়, তাদের কারও সাথে হয়তো কখনো মি. ওটুকুর দেখা হয়েছে। ব্রং আহাফোর বহু পরিবার এখনো পর্যন্ত অপেক্ষায় আছে তাদের স্বজনদের খবরের জন্য, যদিও তারা বাড়ি ছেড়ে গেছে বহু বছর আগে। রিটা ওহেনেওয়াহর স্বামী ২০১৬ সালে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ২০১৬ সালে। লিবিয়ার উপকূল হতে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ল্যাম্পাডুসায় যাবে, সেটাই ছিল তার পরিকল্পনা। সেবছরের ডিসেম্বরে লিবিয়া থেকে তিনি শেষবার রিটাকে ফোন করেছিলেন। তারপর আর কোন খবর পাননি। ও আমাকে বলেছিল গানায় যাচ্ছে এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে আমাকে কিছু টাকা পাঠাবে। বলেছিল সেই সাথে একটি মোবাইল ফোন এবং ছেলে মেয়েদের জন্য কিছু কাপড় চোপড়ও পাঠাবে। সেদিন সকালে এবং বিকেলে দুবার কথা হয়। তারপর আজ পর্যন্ত আর ওর সঙ্গে কথা হয়নি। রিটার মতোই মি. ওপুকুর জন্যও নিশ্চয়ই একজন স্ত্রী বা কোন আত্মীয় অপেক্ষায় আছেন। গানার রাজধানী আক্রায় গিয়ে আমি মি. ওপুকুর ব্যাপারে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তথ্য সুরক্ষা আইন এবং নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আমার সেই চেষ্টা বারে বারে আটকে যাওয়ায় আমাকে হতাশ হতে হয়। তবে অনেক চেষ্টার পর অবশেষে একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেল। গানার ইমিগ্রেশন সার্ভিসের 'ডকুমেন্ট ফ্রড এক্সপার্টাইজ সার্ভিসের' ফ্রাংক আপ্রন্টি আমাকে এই ড্রাইভিং লাইসেন্সটি যার, তার এক আত্মীয়ের একটি ফোন নম্বর খুঁজে দিলেন। এটি ছিল মি. ওপুকুর বোনের নাম্বার। তার মাধ্যমে যোগাযোগ হলো মি. ওপুকুর সঙ্গে। তিনি জানালেন, তিনি জীবিত এবং এখন জার্মানিতে বসবাস করছেন। আমি যখন মি. ওপুকুকে ফোন করে জানালেন, ল্যাম্পাডুসায় আমি তার ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছি, তখন তিনি খুবই অবাক হলেন। তিনি এটি হারিয়েছিলেন ২০১১ সালে, এবং কখনো ভাবেননি যে এটি আবার খঁজে পাওয়া যাবে। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ড্রাইভিং লাইসেন্স তার সঙ্গে শেয়ার করেছি, ততক্ষণ তো তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে এটি আমার কাছে আছে। শেষ পর্যন্ত আমি জার্মানিতে যাই তার সঙ্গে দেখা করতে। জার্মানির উত্তরাঞ্চলীয় শহর ব্রেমেনে শীতের এক বরফশীতল সকালে তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন তার এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে। ৪০ বছর বয়সী মি. ওপুকু এখন কাজ করেন ফর্কলিফট ট্রাক ড্রাইভার হিসেবে। গানায় থাকার সময় তিনি কিছুদিন অবৈধ স্বর্ণখনি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছিলেন। গানায় এদের বলা হয় গ্যালামসি। তিনি এই কাজ করেছিলেন ইউরোপে পাড়ি জমানোর খরচ জোগাড়ের জন্য। খনিতে যেসব সুড়ঙ্গে তারা কাজ করতেন সেগুলো বেশ বিপদজনক, মাঝে মধ্যেই ধসে পড়ে। এরপর ২০০৯ সালে যখন তিনি ইউরোপে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি জানতেন এই পথে কত রকমের ঝাঁকি আছে। কিন্তু তার মনে হয়েছিল, গানায় তার কাজে যে ঝুঁকি, তার চেয়ে এই ঝুঁকি সেরকম বেশি কিছু নয়। তিনি ইউরোপের যাওয়ার পথে বিভিন্ন অঞ্চল হয়ে গেছেন, যাতে চলার পথেও কিছু অর্থ উপার্জন করা যায়। প্রথমে তিনি যান বেনিনের কোটোনুতে। সেখান থেকে নাইজেরিয়ার লাগোসে। এই বিশাল শহরে তিনি একটি স্কটারে করে যাত্রী পরিবহনের কাজ করতেন। লাগোস থেকে তিনি আবার কোটোনতে ফিরে আসেন, এরপর যান প্রতিবেশী দেশ নিজেরে। সেখানে দু মাস কাজ করেন একটি রেস্টুরেন্টে। তবে তার জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ছিল একটি গাড়িতে করে নিজের থেকে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে লিবিয়ায় যাওয়া। তিনি তার গাড়ি ভাড়া মিটিয়েছিলেন নাইজেরিয়া এবং নিজেরে কাজ করে উপার্জন করা অর্থ দিয়ে। তিনি খুব অবাক হয়েছিলেন, যেখানে কোন রাস্তার নিশানা পর্যন্ত নেই, সেখানে ড্রাইভার কিভাবে কোন পথে যেতে হবে, তা বুঝতে পারছিল, সেটা দেখে। পথে মাঝে মধ্যে আমরা এরকম অনেক গ্রুপের দেখা পেয়েছিল, ড্রাইভার সহ যাদের ৩৫ জনই মারা গেছে, বলছিলেন তিনি। এরা হয়তো পিপাসায় মারা গেছে, তবে তিনি নিশ্চিত নন। এই পথে যাত্রার সময় জল স্বর্ণ বা হিরের চেয়েও মূল্যবান। পুরো দিনে আপনি হয়তো একবার বা দুবার জল পান করতে পারবেন, সেটাও একটা ছোটু চুমুক। চাডের সীমান্তে দুর্বত্তরা তাদের গাড়ি আটকালো, এরপর যাত্রীদের সব কাপড়চোপড় আর অর্থ লুট করলো। মি. ওপুকু তার টাকা শরীরে লুকিয়ে রেখেছিলেন, ফলে সেটা ওরা খুঁজে পায়নি। লিবিয়া পৌঁছানোর পর আবার বিপদ শুরু হলো। তাকে অপহরণ করা হলো মুক্তিপণের জন্য। অর্থের জন্য তিনি কোন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না বলে তাকে সাংঘাতিক মারধোর করা হলো। শেষ পর্যন্ত লিবিয়ার এক নারী, যিনি একজন গৃহকর্মী খুঁজছিলেন তিনি মুক্তিপণ দিয়ে মি. ওপুকুকে নিয়ে গেলেন। এরপর ২০১১ সালে, গানা ছেড়ে আসার দুবছর পর লিবিয়ায় যখন মুয়াম্মার গাদ্ধাফির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়, তখন মি. ওপুকু ত্রিপলি থেকে একটি নৌকায় উঠলেন ল্যাম্পাডুসা যাওয়ার জন্য। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের মাঝে এসে তাদের নৌকার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। মি. ওপুকু এবং তার সহযাত্রীদের তখন নির্ভর করতে হচ্ছিল বাতাসের ওপর। শেষ পর্যন্ত ইতালির কোস্টগার্ড এসে তাদের উদ্ধার করে। তাদের

নৌকায় যখন ল্যাম্পাডুসার তীরে এসে থামলো, তখন তিনি তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটি হারিয়ে ফেলেন। সেখানে তাদের প্রথমে একটি শিবিরে রাখা হয়। এরপর সিসিলিতে অভিবাসীদের এক কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরিকল্পনা ছিলো সেখান থেকে জার্মানিতে যাবেন। কারণ নিজের দেশের অন্য মানুষদের কাছে শুনেছিলেন, জার্মানি থাকার জন্য একটা ভালো দেশ। তবে ইতালিতে থাকা অবস্থাতেই তিনি আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেন। প্রথমে তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। পরে অবশ্য তিনি ইউরোপে থাকার অনুমতি পান। কারণ তখন জাতিসংঘ ইতালিকে বলেছিল, যারা ২০১১ সালে লিবিয়ার অশান্ত পরিস্থিতির সময় পালিয়ে এসেছিল, তাদের যেন এক বছর থাকার অনুমতি দেয়া হয়। তবে মি. ওকুপুর এসব তথ্য আমার পক্ষে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।



পিএসজির সঙ্গে এমবাপ্পের সমস্যা মিটে গেছে, দাবি ব্রাজিলিয়ান তারকার



প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ মাঠে ও মাঠের বাইরে নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত পিএসজি। মাঠের খেলায় ছন্দ নেই। সমর্থকদের মেসিকে দুয়ো দেওয়া নিয়ে চারদিকের সমালোচনা, কিলিয়ান এমবাপ্পেনেইমারের সম্পর্কের শীতলতা নিয়ে আলোচনার সঙ্গে মাঠের বাইরের যে সর্বশেষ সমস্যা যোগ হয়েছে, সেটি ক্লাবের সমালোচনা করে এমবাপ্পের বক্তব্য। পিএসজির মৌসুমের টিকিটধারীদের ২০২৩ ২৪ মৌসুমের টিকিট নবায়নের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রচারণামূলক ভিডিও প্রকাশ করেছে প্যারিসের ক্লাবটি। প্রচারণামূলক সেই ভিডিওতে দেখা যায়নি দুই শীর্ষ তারকা লিওনেল মেসি ও নেইমারকে, যা নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে চলছে নানা গুঞ্জন। গত কদিন ধরে মেসির ক্লাব ছাডার কথাও শোনা যাচ্ছে। আলোচনায় আছে নেইমারের দলবদলও। এ ছাড়া ভিডিওটির বিষয়বস্তু নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। সামাজিক

নিয়ে পিএসজিকে ধুয়ে দিয়েছেন এই ফরাসি

ভিডিওতে তাঁকে না জিজেস করেই তাঁর কথা যুক্ত করা হয়েছে বলেই খেপেছেন এমবাপ্পে। এই ঘটনার পর পিএসজিকে ঘিরে নতুন করে আবার শুরু হয় আলোচনা। অনেকেই বলতে শুরু করেন, এবার এমবাপ্পের সঙ্গে তিক্ততাই তৈরি হবে পিএসজির। তবে গত পরশু নিসের বিপক্ষে ২ ত গোলে জেতার পর পিএসজির অধিনায়ক মার্কিনিওস বলেছেন, এমবাপ্পের সঙ্গে সমস্যা মিটে গেছে। ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডারের কথা, 'আমরা যখন সকালের নাশতা খেতে গিয়েছিলাম, আমি তাকে এটা নিয়ে জিজেস করেছিলাম। কারণ, কী ঘটেছে আমি তা বুঝতে

মার্কিনিওস এরপর যোগ করেন, 'সে তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছে। আমার মনে হয়, সে যে ভুলটা পেয়েছে তা নিয়ে ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা করেছে। আমার মনে হয়, ঝামেলা মিটে গেছে।'

যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় এ ভিডিও রিংকু সিং এখন শাহরুখকন্যা সুহানারও 'নায়ক

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ রিংকু সিং এখন নায়ক! পর্দার নন, খেলার মাঠের। শুধু মাঠেরইবা কেন, বাস্তবেরও। একসময়ে জীবিকার জন্য ঝাডুদারের কাজ করা মানুষটি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে যে অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটালেন, সেটি তো সিনে পর্দায় ফুটে ওঠা অতিমানবীয় গুণের নায়কদেরই গল্প। রোববার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রিংকু অবিশ্বাস্য কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন গুজরাটের বিপক্ষে। জয়ের জন্য ম্যাচের শেষ ৫ বলে ২৮ রান দরকার ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্সের। ছয় দরকার প্রতিটি বলেই (একটি চার হলেও চলত)। অভাবনীয়ভাবে সেটিই করে দেখিয়েছেন রিংকু। যশ দয়ালের টানা ৫টি বলকে উড়িয়ে ফেলেছেন বাউন্ডারি সীমানার বাইরে। প্রায় হেরে যাওয়া ম্যাচ কলকাতা জিতে নেয় রিংকুর অবিশ্বাস্য ব্যাটিংয়ে। স্বীকৃত টিটোয়েন্টিতে যা আগে কেউ দেখেনি, তেমন কিছু ঘটিয়ে ফেলায় রিংকু রাতারাতি নায়ক বনে গেছেন। ক্রিকেট জগতের তো বটেই, সিনে দুনিয়ার তারকারাও রিংকুর খ্যাপাটে ব্যাটিংয়ে বিস্মিত। কেকেআরের মালিক শাহরুখ খান তো রিংকুকে 'পাঠান'ই বানিয়ে দিয়েছেন। বলিউডের সঙ্গে আইপিএলের মিতালি সেই প্রথম আসর থেকেই। কেকেআরের মালিকানায় যেমন শাহরুখজুহি চাওলারা আছেন। সুযোগ পেলেই কেকেআরের ম্যাচ দেখতে গ্যালারিতে হাজির হন শাহরুখ। অনেক সময়ই সঙ্গে থাকেন দুই সন্তান সুহানা খান ও আরিয়ান খান। বাবা শাহরুখের মতো রিংকুর ৫ ছক্কাকাণ্ডে

বিমোহিত সন্তানরাও। কলকাতার জয়ের নায়ক এখন সুহানা আরিয়ানদের কাছেও 'নায়ক' রূপে আবির্ভূত। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেছেন। ভাইবোন দুজনই রিংকুর পাঁচ ছক্কার প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এক শব্দে। ইনস্টাগ্রামে রিংকুর ব্যাটিংয়ের ছবি দিয়ে আরিয়ান ইংরেজিতে লিখেছেন, 'বিস্ট'। যেটির বাংলা অর্থ দাঁড়ায় 'বুনো'। যার গায়ে বুনো শক্তি আছে! একই ছবি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে



আইপিএলে পাঁচ বলে পাঁচ ছয় মারা রিষ্কু সিংয়ের উঠে আসার 'অবিশ্বাস্য

রিক্ষ সিং এখন টুইটারে বিশ্বব্যাপী ট্রেন্ডিং, গুজরাটের নাটকীয় সন্ধ্যার পর রিঙ্গু সিংকে নিয়ে ৩ লাখেরও বেশি টুইট করা হয়েছে।

পাঁচ বলে পাঁচটি ছয় মারার পর ভারত এবং ক্রিকেট বিশ্বের তারকাদের নজর কেড়েছেন এই তরুণ।

এই তালিকায় কে নেই রিঙ্কু সিংয়ের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিক বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান, ভারতের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার বিবেচিত শচীন টেভুলকার, বিশ্বকাপ জয়ী অলরাউন্ডার বেন স্টোকস, অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ।

শাহরুখ খান তো তার সাম্প্রতিক সিনেমা পাঠানের পোস্টারে নিজের ছবিতে ফটোশপ করে রিঙ্কু সিংয়ের মুখ বসানো ছবি শেয়ার করলেন, এতোটাই খুশি কেকেআরের এই মালিক।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনেক কড়া সমর্থকও ভাবেননি কেউ ৫ বলে ২৮ রান নিয়ে ম্যাচ জিতিয়ে দিতে পারবেন। রিক্ষু সিং সেটা করে দেখিয়েছেন, ক্রিকেট বিশ্ব এর আগে এক বলে ছয় রান তাড়া করা দেখেছে, পাকিস্তানের জাভেদ মিয়াঁদাদ থেকে ভারতের মাহেন্দ্র সিং ধোনি এই কীর্তি গডেছেন।

দুই বলে ১২ রান তুলে ম্যাচ জিতিয়েছিলেন আইপিএলের তারকা রাহুল তেওয়াতিয়া।

কিন্তু রিষ্ণু সিং যেটা করলেন সেটা অনেকের মতেই, 'অবিশ্বাস্য' ও 'অসম্ভব'।

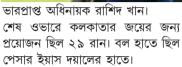
শেষ ওভারে আইপিএলের ধারাভাষ্য কক্ষে মাইক হাতে ছিলেন সাবেক ইংলিশ ওপেনার নিক নাইট, তার কণ্ঠে প্রচন্ড ধাক্কা, অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক কিছু দেখার আবেগ ফুটে উঠেছে তখন। রিষ্ণু সিংকে নিয়ে ভারতের জাতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার টুইটে বলেছেন, আইপিএল এমনই এক জায়গা যেখানে প্রতিভা সুযোগ পায়, অবিশ্বাস্য ইনিংস রিষ্ণ।

ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের থেকে রিক্ষু সিং এখন প্রশংসার বন্যায় ভাসছেন।

ভারতের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ডিনেশ কার্তিক টুইটারে লিখেছেন, রিঙ্কু ইম্পসিবল সিং।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে গতকাল সন্ধ্যায় গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের হাজারো দর্শক এমন একটা ম্যাচ চোখে দেখেছে যেখানে আক্ষরিক অর্থে সবই

প্রথমে ব্যাট করে স্বাগতিক দল গুজরাট টাইটান্স ২০৪ রান তুলেছিল, সেই লক্ষ্যের পথে ভালোই এগোচ্ছিল শাহরুখ খানের দল কেকেআর, কিন্তু ১৭তম ওভারে টানা তিন বলে আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারাইন ও শারদুল ঠাকুরকে আউট করে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন গুজরাটের



খব কম দলই ৬ বলে ২৯ রান তুলতে পারে, তারওপর এটা ছিল শেষ ওভার। সেই অসাধ্য সাধন করলেন রিষ্ণু সিং, আইপিএলের এই রঙিন মঞ্চে রিঙ্কু সিংয়ের উঠে আসার গল্পটাও এমনই, প্রায় অসাধ্য সাধন।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ একটি টুইটে লিখেছেন, খুব সাধারণ একটা পরিবার থেকে উঠে এসেছেন রিঙ্কু সিং, আমি যেবার উত্তর প্রদেশে শেষ মৌসুম খেলি সেটা ছিল রিষ্ণু সিংয়ের শুরু।

রিন্ধু সিংকে সবচেয়ে পরিশ্রমী ক্রিকেটারদের একজন বলেন কাইফ। রিক্ষু সিংয়ের শৈশব কেটেছে অভাবে এমন একটা ইনিংস খেলার পর রিষ্কু সিং ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে আবেগী হয়ে পড়েন।

তিনি বলেন আমি কৃষকের পরিবার থেকে এসেছি, অনেক কষ্ট করেছেন আমার বাবা। আমার মারা প্রতিটা ছক্কা তাদের জন্য যারা আমার ক্যারিয়ারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

আরও ছয় সাত বছর আগে রিষ্কুর জীবন এমন ছিল না, তখনও ক্রিকেট খেলা শুরু করেননি রিষ্ণু সিং, ভাইয়ের সাথে একটা কাজ প্রেছেলেন।

কাজটা ছিল একটা কোচিং সেন্টারের ঝাডুদারের পোস্টে, কিন্তু রিক্কু সিং সেটা করতে চাননি।

ভাই বলতেন, 'কেউ দেখবে না, ভোরের দিকে কাজ করে চলে আসবি'। রিষ্ণু সিং ছিলেন অন্ড।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অফিসিয়াল ইউটিউব পাতায় দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমার জীবনে যা পাওয়ার ছিল তা ক্রিকেটই দিতে পারতো। আমার কাছে আর কোনও অপশন ছিল না, তাই সবটুকু

ক্রিকেটে ঢেলে দেয়ার চেষ্টা করেছি। ক্রিকেটার না হলে আমার জীবন হতো খব সাধারণ।

রিক্স সিংরা পাঁচ ভাই, ছোটবেলায় আর দশটা ভারতীয় ছেলেদের মতোই টেনিস বল দিয়ে খেলতেন রিষ্ণু।

কিন্তু তার জীবনের সঙ্গী ছিল অভাব। বিশেষত স্কুল জীবনে ক্রিকেট খেলার অনেক সুযোগ হারিয়েছেন তিনি অর্থের অভাবে, কখনো যথাযথ পোশাক কেনার পয়সা ছিল না, কখনো জুতো, কখনো বা বল।

রিষ্ণুর বাবা ছিলেন হকার। তার পক্ষে সংসারের খরচ সামলে ওঠাই ছিল একটা কঠিন কাজ।

যেদিন বাবা রিঙ্কুকে পেটানো বন্ধ করেন কেকেআর অফিসিয়াল ইউটিউব পাতায় রিক্সু সিং বলেন, বাবা ক্রিকেট পছন্দ করতেন না, কিন্তু মা অনেক সহায়তা করেছিলেন ছোটবেলায়।

ক্রিকেট খেলার জন্য বাবা আমাদের পাঁচ ভাইকেই মারতেন, কলেজের একটা টুর্নামেন্টে সুযোগ পেয়েছিলাম কানপুরে খেলার। মা পাশের দোকান থেকে টাকা ধার করে আনেন, তখন খেলতে যাই। রিঙ্কু সিং বেড়ে ওঠেন ভারতের আলিগড়ে, সেখানে তিনি একটি স্কুল পর্যায়ের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ফাইনালে তোলেন তার দলকে।

রিষ্কু ছিলেন ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট, একটি মোটরসাইকেল পেয়েছিলেন তিনি পুরস্কার হিসেবে, বাবা গিয়েছিলেন সেই ফাইনাল ম্যাচ দেখতে. রিষ্ণু সিং বলেন, সেদিনই শেষ, এরপর আর বাবা কখনো ক্রিকেট খেলার জন্য মারেননি। বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রিকেট খেলে রিক্ষ সিং সুযোগ পান উত্তর প্রদেশের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে। দুই উইকেট ও ৮৩ রান তুলে প্রথম ম্যাচেই তিনি সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন রিঙ্কু। ধীরে ধীরে ভারতের ক্রিকেট সংশ্লিষ্টরা রিষ্ক্ সিংয়ের নাম জানতে শুরু করে।

২০১৮ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স

রানা ও শুভমন গিলকে নিয়ে যান। কেকেআরের ভেরিফাইড ইউটিউব পাতায় রিষ্ক্র বলেন, আন্দ্রে রাসেলকে তো টেলিভিশনে দেখতাম, বড় বড় ছক্কা মারতো, ওনার সাথে কথা বলতে খুব ঝামেলা হতো। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংলিশ

কিন্তু একটা সময় পরে রিক্ষু তার নাচ দিয়ে রাসেলের মন জয় করে নেন। ড্রেসিংরুমটাই আমার ঘর, আমি সেখানে নাচি গান গাই, সবাই মজা

রিক্ষ আক্ষরিক অর্থেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাণ। কলকাতাও রিষ্ণুর প্রাণ। তিনি বলেন, কেকেআর আমার জীবন গড়ে দিয়েছে।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার রিঙ্কুকে নিয়ে বলেন, আমরা এমন কাউকে চাচ্ছিলাম যে কি না এমন লম্বা টুর্নামেন্টে আমাদের দলের মধ্যে ইতিবাচক এনার্জি তৈরি করেন। রিক্ষ এমনই একজন।

মাঝে কোভিড ছিল, নানা ধরনের নিয়মের বেড়াজালে বন্দি ছিলেন ক্রিকেটাররা, এমন সময়ে কেকেআর ক্যাম্পে রিঙ্কুর মতো একজন ক্রিকেটারকে প্রয়োজন ছিল বলছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

অভিষেক নায়ার যোগ করেন, রিষ্ণুকে সবাই ভালোবাসে, সে কিন্তু ম্যাচের পর ম্যাচ বেঞ্চে বসে ছিল, তার মধ্যে এসব নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। যখনই সুযোগ পেয়েছেন কিছু করে দেখিয়েছেন।

২০১৮ সাল থেকে আইপিএল খেলা রিক্ষু গত পাঁচ বছরে মাত্র ২০ ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন।

মূলত নিজেকে মেলে ধরেছেন গত

৭ ম্যাচে ৩৪ গড় ও ১৪৮ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন, রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে একটি ম্যাচ

টাকার এবার তিন ম্যাচের তিনটিতেই মল একাদশে খেলছেন এই অলরাউন্ডার। অভিষেক নায়ার বলেন, মাঠে ও মাঠের বাইরে দর্দান্ত এক চরিত্র রিক্ষ সিং।

রিঙ্কু সিং বলেন, আমি তো তেমন কিছু করতে পারিনি প্রথম তিন চার মৌসুম। আমার মনে হয় আমাকে স্বাই ভালোবাসে, কখনো মন খারাপ করিনি এ কারণে। এটাই আমাকে শক্তি

২০২১ সালে একটা চোট রিঙ্কু সিংয়ের পরিবারে শক্ষা নিয়ে এসেছিল।

দিয়েছে।

হাঁটতে চোট পেয়েছিলেন তিনি, তখন পরিবারের লোকেরা বলাবলি শুরু করে দিয়েছিলেন, চোটের কারণে রিক্ষু যদি খেলতে না পারেন তবে তো আবার

আগের অবস্থায় ফিরে যাবো। রিক্ষু সিং বলেন, বাড়ির সব খরচ আমিই চালাতাম তো একটা টেনশন হওয়া স্বাভাবিক। বাবা দুইদিন খাবার খাননি ইনজুরির কথা শুনে। আমি তাদের বললাম, 'ক্রিকেটে এসব হতে

রিঙ্গু সিংয়ের সেই চোট সারতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, সাতআট মাস মাঠের বাইরে ছিলেন।

কেকেআরের প্রধান চিকিৎসক কমলেশ জেইন বলেন, রিঙ্কু সিং মানসিকভাবে

খুব শক্তিশালী ছিলেন। এরপর রিঙ্কু সিং ফিরে আসেন, ২০২১ সালে না খেলতে পারলেও ২০২২ সালের জন্য তাকে আবারও দলে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং তখন

নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দেন।

রিষ্ণু সিং যেবার প্রথম ম্যাচসেরার পুরস্কার পান, আলিগড়ের বাসায় প্রচুর সাংবাদিকরা জড়ো হয়েছিলেন, বাবামা রিষ্ণুকে ফোন দিয়ে বলেন, 'কী বলবো বঝতে পারছি না'।

রিষ্ণু বলেন, অভ্যাস করে ফেলো, এখন এগুলো সহ্য করতেই হবে। রিষ্ণু সিং এখনও বিশ্বাস করতে পারেন না তার এই যাত্রা, 'মাঝেমধ্যেই মনে হয় এটা অলৌকিক কিছ'।



বাতাসে আগুনের হন্ধা, তাগমাত্রা বাড়বে আরও অন্তত এক সপ্তাহ

ঢাকাঃ বাংলাদেশে গত কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে এবং আবহাওয়া অফিস বলছে তাপমাত্রা বাড়ার এ প্রবণতা আরও অন্তত এক সপ্তাহ অব্যাহত থাকতে পারে। আবহাওয়া অফিস তাদের পূর্বাভাসে আজ রোববার জানিয়েছে যে সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। রবিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দেশে বর্তমান 'হালকা থেকে মাঝারি মাত্রার' দাবদাহ বইছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ বজলুর রশীদ।

ফলে সকালের দিকে তাপমাত্রা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড গরম অনুভূত হচ্ছে।

রাতের তাপমাত্রা এখনও কম। কিন্তু আগামী কয়েকদিনে রাতের তাপমাত্রাও বাড়তে পারে। মোট কথা এখন যে তাপমাত্রা আরও সপ্তাহখানেক সময়জুড়ে थीत्र थीत्र वाড्रत् विविभि वाश्नात्क বলছিলেন মি. রশীদ।

আবহাওয়া অফিসের বুলেটিনে বলা হয়েছে খুলনার কিছু কিছু অংশে তাপমাত্রা ৩৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের কিছু অংশে দিনের বেলায় তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে উচ্চ তাপমাত্রার পাশাপাশি আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে ৮৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বজলুর রশীদ বলছেন যে এখনো আদ্রতা কম থাকায় গরমের তীব্রতা অনুভূত হচ্ছে না কিন্তু রোদে গেলে গরম লাগবে।

রোববার আবহাওয়া অফিসের বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, এই মুহুর্তে ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, মৌলভীবাজার, চটুগ্রাম, রাঙ্গামাটি, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার ওপর দিয়ে হালকা থেকে মাঝারি মাত্রার তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং আগামী দিনেও তা অব্যাহত থাকতে পারে।

বজলুর রশীদ বলছেন এখন বৃষ্টি নেই কারণ বৃষ্টি হয়ে গেছে মার্চ মাসে আর এপ্রিল এমনিতেই উষ্ণতর মাস। এসব মিলিয়ে দাবদাহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে দাবদাহ বা তাপমাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে।

২০২১ সালের ২৫শে এপ্রিল ২৬ বছরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙে তাপমাত্রার ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড হয়েছিলো বাংলাদেশে এবং ওইদিন দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিলো ৪১ দশমিক

২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসেবে এর আগে ২০১৪ সালে চয়াডাঙ্গায় ৪২ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিলো।



বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মতে একটি জায়গার দৈনিক যে গড় তাপমাত্রা সেটি ৫ ডিগ্রি বেডে গেলে এবং সেটি পরপর পাঁচদিন চলমান থাকলে তাকে হিটওয়েভ

তবে অনেক দেশ এটিকে নিজের মতো করেও সংজ্ঞায়িত করেছে।

সার্বিকভাবে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রির ওপরে ওঠলে শরীর নিজেকে ঠাণ্ডা করার যে প্রক্রিয়া সেটিকে বন্ধ করে দেয়। যে কারণে এর বেশি তাপমাত্রা হলে তা স্বাস্থ্যবান লোকের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

আবহাওয়া বিভাগ বলছে যে তারা তাপমাত্রা বেড়ে ৩৬ থেকে ৩৮ ডিগ্রি হলে সেটিকে মৃদু হিটওয়েভ, ৩৮-৪০ ডিগ্রি হলে মধ্যম মাত্রার হিটওয়েভ. ৪০ ৪২ডিগ্রি হলে তীব্র বা মারাত্মক এবং ৪২ ডিগ্রির বেশি হলে অতি

হিটওয়েভ হিসেবে বিবেচনা করে। এ হিসেবে চুয়াডাঙ্গার ওপর দিয়ে এখন মধ্যম মাত্রার দাবদাহ বইছে। প্রায় একই ধরনের দাবদাহ বইছে রাজশাহীর ওপর দিয়েও। সেখানে আজ ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। ভাই অসহ্য গরম। মনে হয় গায়ের চামড়া উঠে যাচ্ছে, চুয়াডাঙ্গা থেকে বলছিলেন সফি উদ্দিন আহমেদ নামের একজন ক্ষুদ্র

আবহাওয়া দপ্তরের হিসেবে বাংলাদেশে হিটওয়েভ বা দাবদাহ শুরু হয় ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে। তবে এটা আসলে পুরোটা নির্ভর করে মানবদেহের খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতার ওপর।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, জার্মান রেড ক্রস এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের এক গবেষণায় ৪৪ বছরের তাপমাত্রার একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ঢাকায় সবচেয়ে বেশি গরম

অনুভূত হয়। আবার অগাস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে দেশের কোন কোন জায়গায় বেশ গরম অনুভূত হলেও সেটি তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভের পর্যায়ে যায় না। তবে সাম্প্রতিক এক পর্যালোচনায় আবহাওয়া অধিদপ্তর দেখেছে যে মধ্য মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে তাপমাত্রা বাড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে গত কিছুদিন ধরেই আবহাওয়ার 'বিচিত্র আচরণ' লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মার্চ মাসের শেষের দিকে সাধারণত গরম অনুভূত হবার কথা থাকলেও এবার প্রায় সারাদেশেই বৃষ্টির সাথে ঝডের খবর পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে মার্চ, এপ্রিল ও মে এই তিনমাসকে বর্ষা পূর্ব মৌসুম হিসেবে ধরে থাকে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

এই তিনমাস সাধারণত স্থানীয়ভাবে বজ্রমেঘ তৈরি হয়ে বৃষ্টি নামায়। কখনো কখনো দেশের বাইরে আশপাশ থেকেও বজ্রমেঘ তৈরি হয়ে এসে বাংলাদেশের আকাশে পরিপক্বতা লাভ করে। এরপর থেমে থেমে বৃষ্টি হয়।

কিন্তু আবহাওয়া অফিস বলছে, এবারে মার্চ মাসে বেশ ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রমেঘ তৈরি হয়েছে। যেটার ধরন অন্যবারের চেয়ে আলাদা।

আবার বাংলাদেশে এপ্রিল মাসকে কালবৈশাখীর সময় বলে মনে করা হয়। ১৯৮১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত আবহাওয়া অফিসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ১২ থেকে ১৩ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানে। একই সাথে তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়।

মানবশরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকে, কিন্তু তার জন্য সুদিং বা শীতল তাপমাত্রা হচ্ছে ২০ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের

মধ্যে। আর বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে মানবশরীরের সহাসীমার মধ্যে থাকে। কিন্তু তাপমাত্রা এবং বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হলে মানবশরীর সহ্য করতে পারে না।

তখন নানারকম অস্বস্তি ও সমস্যা দেখা

এমনকি তাপমাত্রা সেলসিয়াসের বেশি হলে মানুষের হিটস্ট্রোক হবার আশংকা বেড়ে যায়। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বেশি করে জল ও জলজাতীয় খাবার খেতে হবে। আর সূর্যের আলো থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে হবে।

এছাড়া ঘর ঠাণ্ডা রাখা ও ঢিলে ঢালা আরামদায়ক সুতি কাপড়ের পোশাক পরিধানের পরামর্শ দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা

প্রচণ্ড গরমে সাধারণত অতিরিক্ত ঘামের কারণে পানিশূন্য হয়ে পড়ে মানুষের

জলশূন্যতার কারণে দ্রুত দুর্বল হয়ে যায় মানুষ। এছাড়া বদহজম ও পেট খারাপ এবং জলবাহিত নানা ধরনের রোগ বালাই হতে পারে এ সময়।

রোটাভাইরাসসহ বিভিন্ন ভাইরাসজনিত পাতলা পায়খানা হতে পারে।

মাথা ঘোরা এবং বমিভাব, কারো ক্ষেত্রে বমিও হতে পারে।

এধরনের অসুস্থতা সাধারণত একটু সতর্ক হলে এড়িয়ে চলা সম্ভব।

কিন্তু অতিরিক্ত গরমে যদি কারো শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, দুর্বলতা, মাথা ঝিমঝিমভাব হয় কিংবা মাথা ঘুরে পড়ে যায়, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে সম্ভ্রাসী গোষ্ঠীর মধ্যে গোলাগুলি নিহত ৮

ঢাকা (প্রতিনিধি)ঃ বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় উগ্রবাহী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় কমপক্ষে ৮জন নিহত হয়েছে। তাদের পরনে বিশেষ পোষাক রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ৮ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে রোয়াংছডি থানায় নিয়ে আসার কথা জানিয়েছেন ওসি আবদুল মান্নান। তিনি জানান, রোয়াংছড়ি উপজেলা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে সীমান্তবর্তী দুর্গম এলাকা খামতাংপাড়া। এখানেই বহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে পাহাড়ি উগ্রবাদী সংগঠন ইউপিডিএফ ও কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সদস্যদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে ধারণ করছে রোয়াংছড়ি থানার ওসি আবদুল মান্নান। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে শুক্রবার ঘটনাস্থল থেকে ৮জনের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। গোলাগুলির ঘটনায় আতঙ্কে রোয়াংছড়ি ও রুমা উপজেলার

সীমান্তবৰ্তী খামতাংপাড়া এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। ওই এলাকার ২০টির মতো পরিবার আশ্রয় নিয়েছে রুমা উপজেলা সদরে। নারী শিশুসহ ১৮৩ জন এসে আশ্রয় নিয়েছেন রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরে। সেনাবাহিনীর বান্দরবান সদর জোনের কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ফাহিম সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল খামতাংপাড়া ও তার পার্শবর্তী এলাকায় সন্নাসী কার্যক্রম বেড়ে চলেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা কেএনএফের সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও উৎপাতে থাকতে না পেরে ২০টির পরিবারের নারী শিশুসহ ১৮৩ জন সদস্য সেনাবাহিনীর রোয়াংছড়ি ক্যাম্পে চলে এসেছেন। বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতায় সেনাবাহিনী তাদের থাকা এবং খাবারের ব্যবস্থা করেছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের আশ্রয়ে রাখা হবে। এর আগে গত ১২ মার্চ রোয়াংছডির দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় কেএনএর সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলের অতর্কিত গুলিবর্ষণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার নাজিম উদ্দিন নিহত হন এবং আহত হন দুই সেনাসদস্য।



বঙ্গ সমাজের জ্ঞিন শিবির ভালুবাসা স্থিত मिष्टि देन द्याउँति जन्मन्त्र दल

সমাজের চিন্তন শিবির ভালুবাসা স্থিত মিষ্টি ইন হোটেলে সম্পন্ন হয়। পূর্ব সিংহভূম ⁻ পশ্চিম সিংহভূম ্সরাইকেল্লাখারসোয়া জেলার বঙ্গীয় সংস্থার প্রতিনিধি সহ অঞ্চলের গুণী জনেরা চিন্তন শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। চিন্তন শিবিরের সূচনা রাজ্যের সন্মানীয় শিক্ষা মন্ত্রী সদ্যপ্রয়াত স্বর্গীয় শ্রী জগরনাথ মাহাতো মহাশয়ের স্মতিতে ১ মিনিটের নীরবতা পালন ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পনের মাধ্যমে করা হয়। শিবিরে মূলতঃ বঙ্গ ঐক্যকে চিরস্থায়ী করার পদ্ধতি প্রসঙ্গে এবং বঙ্গ ভাষীরা যে সকল অধিকার ও পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেই সব কিছু পুনঃ প্রাপ্তির জন্য বঙ্গীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা মতামত ব্রস্তাব আদান প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আগামীদিনে সামাজিক সুরক্ষা,সংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির উপযুক্ত পদক্ষেপ বঙ্গীয় সংস্থার প্রতিনিধিরা কার্যের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবেন। সভায় উপস্থিত বঙ্গীয় সংস্থাগুলো নিমু লিখিত ঃ ১) গৌরী কুঞ্জ (ঘাটশিলা), ২) বাঙ্গালী সেবা সমিতি (চাইবাসা), ৩) বেঙ্গলি এসোসিয়েশান (সিনি), ৪) মাতাজী আশ্রম (পোটকা), ৫) সিংভূম বঙ্গীয় এসোসিয়েশন (আদিত্যপুর), ৬) বেঙ্গল ক্লাব (সাকচি), ৭) বিবেকানন্দ মিলন সঙ্ঘ (পরশুডিহ), ৮) অমল সঙ্ঘ (সিদগোরা), ৯)আনন্দম পাঠ চক্র (জামশেদপুর), ১০) নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (জামশেদপুর শাখা), ১১) নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (টাটানগর শাখা), ১২) মিলনী (বিষ্টুপুর), ১৩) নিউ ফার্ম এরিয়া দূর্গা পূজো কমিটি (কদমা), ১৪) সবুজ কল্যাণ সঙ্ঘ (টেক্ষো), ১৫)

সরাইকেল্লা ঃ বঙ্গ উসব সমিতি (কোলহানের) ব্যবস্থাপনায় আজ ৯ ই এপ্রিল,রবিবার,২০২৩ বঙ্গ

সেন্টার আদি দূর্গাবাড়ি (পরশুডিহ), ২১) বন্ধন (জামশেদপুর), ২২) জামশেদপুর দূর্গাবাড়ি, ২৩) ইভিনিং ক্লাব (টিনপ্লেট), ২৪) খাসমহল স্পোর্টিং ক্লাব (খাসমহল) ২৫) কুন্তুকার সমাজ সেবা নিকেতন (বড়ো গমারিয়া), ২৬)শিক্ষা সমিতি, ২৭) সুরি সমাজ উথান সমিতি (পোটকা), ২৮) মিলন সমিতি (বাগুণনগর), ২৯) বঙ্গীয় কৃষ্টি (টেক্ষো), ৩০) সিভিক্স সোসাইটি, ৩১) গড়াই তেলি কল্যাণ কেন্দ্রীয় সমিতি, ৩২) বীণাপাণি সঙ্ঘ (বড়ো গোবিন্দপুর), ৩৩) বঙ্গভাষা পুনরুত্থান সমিতি (পটমদা) ৩৪) বৈষ্ণব সমাজ সমিতি (ডোমজুড়ি) , ৩৫) বঙ্গবন্ধু (এসো পাশে দাঁড়াই)

প্রতীক সংঘর্ষ ফাউন্ডেশন (জামশেদপুর), ১৬) সৌরভ (পরশুডিহ), ১৭) জুগশালাই দুর্গা বাড়ি,

১৮) সুভাষ চন্দ্র মিলন সঙ্ঘ (হলুদবনি), ১৯) গোবিন্দপুর দুর্গা বাড়ি (গোবিন্দপুর), ২০) ইউনাইটেড





indiffashion

CAMBIA TU

CON NUEVA TENDENCIA







THE RESERVE WAS DEED TO BE REAL PROPERTY.









COMPRA AHORA







Vestido, Vestido Superior

IMPORTACIÓN DIRECTA DE INDIA

- Faldas, Partalon
- Cubieratade cousion, Zapatos, Lámpara
- Bolso/Cartera Y otros Accesorios

.....y muchos más

Akki Media y Ropa India spa

IMPORTACION/VENTA DE ROPA INDIA Y ACCESORIES

ইউক্রেনের শিবিরেও অনেকটা

কাছাকাছি হতাহতের সংখ্যা

উল্লেখ করা হয়েছে - এক লাখ

২৪ হাজার ৫০০ থেকে এক

হতাহতের

সাংবাদিকদের যেসব সংখ্যা

জানানো হয়েছে, ফাঁস হওয়া

নথিপত্রের হতাহতের সংখ্যার

তবে উভয় ক্ষেত্রে পেন্টাগনের

বক্তব্য হচ্ছে, এই সংখ্যার ওপর

তাদের আস্থা খুবই কম, কারণ

সেখানে তথ্যের ঘাটতি,

অভিযানের নিরাপত্তা এবং

উভয় পক্ষ থেকেই বিভ্ৰান্তি

তৈরির চেষ্টার অবকাশ রয়েছে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এসব

নথিপত্র কারা ফাঁস করেছে এবং

কীভাবে এসব নথিপত্র ডিসকর্ড

নামের একটি ম্যাসেঞ্জিং অ্যাপ

থেকে ফোরচ্যান হয়ে টেলিগ্রামে

গিয়েছে, সেটা বর্ণনা করেছেন

ইনভেস্টিগেটিভ ওপেন সোর্স

ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ বেলিংক্যাটের

তিনি বলেছেন, ঠিক কোথা

থেকে এসব তথ্য এসেছে, সেটা

এখনো জানা যায়নি, তবে

গেমারদের কাছে জনপ্রিয় একটি

সাইটে গত মার্চ মাসে এসব

কম্পিউটার গেম মাইনক্রাফটের

একদল খেলোয়াড়ে ম্যাসেঞ্জিং

প্ল্যাটফর্ম ডিসকর্ডে ইউক্রেন যুদ্ধ

নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিল। এই

সময় একজন বলেন, এই

দেখো, এখানে কিছু ফাঁস হওয়া

তথ্য নথিপত্র আছে। এরপর

তিনি ১০টি নথি পোস্ট করেন।

নথিপত্র প্রকাশ করা হয়।

এরিক টোলার।

কেন?

লাখ ৩১ হাজার।

সঙ্গে তার মিল আছে।

রাজনীতির তোলপাড়

মার্মা (একজেনী) 🙎 পার ১০ বছর ধার আলাপখালোনার পর গুলীর সম্রাদ এলারা ব্যবহার এবং সবছার বিষয়ে মদম একটি চরিব বিষয়ে এবছে হয়ছে জারিসংগ্রহ সমস গত ভারসাম, জীবলৈচিত্র বন্ধা এবং মহাসমূতের বধাবধ ব্যবহার নিশিত করাই গ্রন্তবিত এই চিভিন্ন মন উদ্ধেশা। এতদিন দেশপ্রলোর নিজন্র সমান্তর একটি অংশ সংবক্ষিত রাধান কা হতো। কিছু নতুন চুক্তিটি হলে বিশ্লের মহাসমূদ্রগুলোর অন্তত ৬০ শতাংশ এলাকা ২০৩০ সালের মধ্যে সংগ্রন্ধিত করে তুলতে হবে। এছাড়াও সমূদ্রের ফেব জেনেটিক সম্প নবোর করে ওম্ব ও প্রসাধনী তৈরি করা হয়, ধনী ও গরিব দেশগুলোর মায়া তার মনাকা বন্টনের কথাও চক্তিতে বলা হয়েছে। এরকম একটি চক্তির বিষয়ে আলোচ এক ইয়েছিল প্ৰায় ২০ বছৰ আগে। ২০১৮ সাল থেকে জাতিসংস দক্ষয় ক্ৰয়ে আলোচনা ও কৈচকৰ পৰ গত ৪ঠা মঠি নতুন এই চুজিব আইনি কঠোমো তৈৰি যে সম্যত ক্ষয়েছ জতিসংঘর দেশগুলো। এবন সদসা দেশগুলো তাদের নিজেদের দেশে অভান্তরীন আইনের প্রক্রিয়া শেব করে সম্যতি জানালে এটি একটি পুরোপুঁ ইসাবে অনুমোদন পাৰে। তবে আন্তর্জাতিক আইন হিসাবে স্থীকৃতি পেতে হলে অন্তত ৬০টি দেশকে এতে স্থাক্ষর করতে হবে।

वैरिक्न यूक्त यूक्तार्ष्ट्रेत लाभन नियभव क काँज करत्र विव विर कन?



নিউ ইয়ৰ্ক (এজেন্সী) 0 ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগের বেশ কিছু নথি, মানচিত্র, বিভিন্ন নকশা এবং ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে?

অনলাইনে ফাঁস হওয়া এসব কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে ইউক্রেন যুদ্ধের বিস্তারিত ধারাবাহিক টাইমলাইন এবং অসংখ্য দুর্ভেদ্য সামরিক সংক্ষিপ্ত শব্দসহ কাগজপত্র, যার ওপরে 'অত্যন্ত গোপনীয়' শব্দ লেখা

নথিতে জানা যাচ্ছে, পক্ষে কতজন হতাহত হয়েছে, দু'পক্ষের সামরিক দুৰ্বলতাগুলো কী এবং বিশেষ করে তাদের সামরিক শক্তির দিকগুলো কী হতে পারে? এসব তথ্য ফাঁস হলো এমন এক সময় যখন ইউক্রেন তাদের বহু প্রত্যাশিত বসন্তকালীন পাল্টা অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এসব কাগজপত্র এবং ছবি আসলে কতটা আসল? আমরা এ পর্যন্ত যা জানি, তার বাইরে এগুলো আমাদের নতুন কী

তথ্য দিচ্ছে? প্রথম বিষয়টি হলো, ইউক্রেনে ১৪ মাস আগে রাশিয়া পুরোদমে হামলা শুরু করার পর এটা হচ্ছে আমেরিকান তথ্যের সবচেয় বড় ফাঁস হওয়ার ঘটনা। এর কিছু কিছু কাগজপত্র ছয়মাস পর্যন্ত পুরনো, কিন্তু এগুলোর বিশাল প্রভাব রয়েছে। পেন্টাগনের কর্মকর্তাদের বরাত কাগজপত্রগুলো

এসব দলিলের অন্তত একটির তথ্য পরবর্তীতে পরিবর্তন করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে শতাধিক কাগজপত্রের মধ্যে এটাকে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা রয়েছে। এরকম ২০টি নথি বিবিসির হাতে রয়েছে। ইউক্রেনের বাহিনীকে যেসব সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে.

সেগুলোর বিশদ বর্ণনা রয়েছে এতে। সেই সঙ্গে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নতুন একটি আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য ইউক্রেনের বেশ কিছু ব্রিগেডকে একত্রিত করার বর্ণনাও রয়েছে। এসব নথিতে বলা হয়েছে, কখন এসব ব্রিগেড আক্রমণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হবে এবং সেগুলোর জন্য পশ্চিমা মিত্রদের দেয়া ট্যাক্ষ, আর্মড গাড়ি এবং কামানের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

তবে সেখানে এটিও উল্লেখ করা হয়েছে, সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের সময়ের এবং প্রস্তুতির বিষয়গুলো নির্ভর করবে।

মানচিত্ৰে একটি এলাকাকে 'কাদা বরফে আচ্ছাদিত এলাকা' বলে বলা হয়েছে, যার মাধ্যম বসন্ত এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ইউক্রেনের স্থল পরিস্থিতি বর্ণনা

করা হয়েছে। এই শীতেই ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা পর্যন্ত হামলা মোকাবেলা

জাল নয়. ক্রমশ কমতে থাকা বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষমতার একটি গভীর

বিশ্লেষণও রয়েছে। ইউক্রেন তার সীমিত বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষমতা ব্যবহার করে সঙ্গে বেসামরিক নাগরিক, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং যুদ্ধের সামনের সারিতে থাকা সৈন্যদের সুরক্ষা দিতে

ফাঁস হওয়া এসব নথিপত্রে রাষ্ট্র হিসাবে শুধুমাত্র ইউক্রেনের তুলে ধরা হয়নি, সেখানে ওয়াশিংটনের আরও মিত্রের বিষয়েও তথ্য কিছু

ইউক্রেন ইস্যুতে ইসরায়েল দক্ষিণ কোরিয়া পর্যন্ত দেশগুলোর মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ বিতর্কের বিষয়টিও এসব নথিকে উঠে এসেছে।

এর মধ্যে কিছু কাগজপত্র 'চরম গোপনীয়' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার কিছু নথিপত্রের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, এগুলো আমেরিকার ঘনিষ্ঠ গোয়েন্দা সহযোগীদের সঙ্গে ভাগাভাগি

ফাঁস হওয়া কাগজপত্রে যেসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, তার অনেক কিছুই আগে থেকেই জানা। এখানে পার্থক্য হলো, সেগুলোর অনেক বিস্তারিত রয়েছে এবং সবকিছু একটি স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

যেমন, হতাহতের কথাই ধরা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা অনুযায়ী, যুদ্ধে এক লাখ ৮৯ হাজার ৫০০ থেকে দুই লাখ ২৩ হাজার রাশিয়ার সৈন্য হয়েছে, করেছে। সেখানে কিয়েভের নিহত বা আহত হয়েছে।

হলেও একেবারে নতুন কিছু যুক্তরাজ্যের ২০১৯ সালের

সাধারণ নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রযুক্তরাজ্য বাণিজ্য চুক্তির নথিপত্র এভাবে রেডিট, ফোরচ্যান এবং অন্যান্য সাইটে প্রকাশ করা হয়েছিল।

সেই সময় রেডিট জানিয়েছিল, এসব নথিপত্র রাশিয়া থেকে

গত বছর আরেকটি ঘটনায় অনলাইন গেম ওয়ার থাভারের খেলোয়াড়রা বেশ স্পর্শকাতর সামরিক নথিপত্র প্রকাশ করেছিল। নিজেদের মধ্যে তর্কে জেতার জন্য এটা করেছিল বলে মনে করা হয়। তবে সর্বশেষ এসব নথি ফাঁসের ঘটনা অনেক বেশি স্পর্শকাতর

এবং অনেক বেশি ক্ষতিকর। নিজেদের 'অভিযানের বিষয়গুলো নিরাপত্তার' ইউক্রেন অনেক বেশি গুরুত্বের সঙ্গে দেখে থাকে। ফলে এরকম স্পর্শকাতর তথ্য অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ছে, সেটা তাদের ভালো লাগার কথা নয়।

ইউক্রেন যে বসন্তকালীন আক্রমণের পরিকল্পনা করছে, সেটা এই যুদ্ধের চিত্র বদলাতে এবং পরবর্তীতে শান্তি আলোচনায় নিজেদের অবস্থান জোরালো করে তুলতে পারে। কিয়েভের কর্মকর্তারা বহুদিন ধরেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টার কথা বলছেন। তবে সামরিক ব্লগাররা মনে করেন, এটা পশ্চিমাদের একটি প্লটও হতে পারে, যার মাধ্যমে তারা রাশিয়ার সেনা কমান্ডারদের বিভ্রান্ত করতে

তবে সত্যি কথা বলতে, এসব কাগজপত্রের মধ্যে এমন কোন তথ্য নেই, যা ইউক্রেনের বসন্তকালীন আক্রমণকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

ইউক্রেনের যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপারে হয়তো এর মধ্যেই একটি ধারণা পেয়ে গেছে রাশিয়া (যদিও পুরো যুদ্ধ জুড়েই তাদের গোয়েন্দা ব্যর্থতার চিত্র পরিষ্কার হয়ে উঠেছে)। তবে সবচেয়ে ভালো সাফল্য পেতে হলে তাদের আক্রমণের বিষয়ে নিয়ে প্রতিপক্ষ কী ভাবছে, সেই সম্পর্কেও কিয়েভকে আগেভাগে একটা ধারণা করতে

পাতকোম দিশোম মাঝি পরগনা মহালের ২১ তম তিন দিবসীয় বার্ষিক সম্মেলন স্

স্ধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ রবিবার পাতকোম দিশোম মাঝি প্রগনা মহালের ২১ তম বার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হল। সম্মেলনটি তিন দিন ধরে চলে। সাঁওতাল সমাজকে একটি শক্তিশালী সমাজে পরিণত করার জন্য, সামাজিক স্তরের উন্নতি, আদমশুমারি সারনা ধর্ম কোড লেখা, চান্ডিল মহকুমার ওল চিকি লিপিতে প্রাথমিক থেকে পিজি পর্যন্ত শিক্ষাদানের মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মহল গৃহীত করলো। মাঝি পরগনা মহালের সম্মেলনে সাঁওতাল সমাজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব জানিয়ে সমাজ থেকে কুফল দূর করার পাশাপাশি রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এই উপলক্ষে, পাতকোম দিশোম দেশ পরগনা বাবা রামেশ্বর বেসরা সম্মেলনে

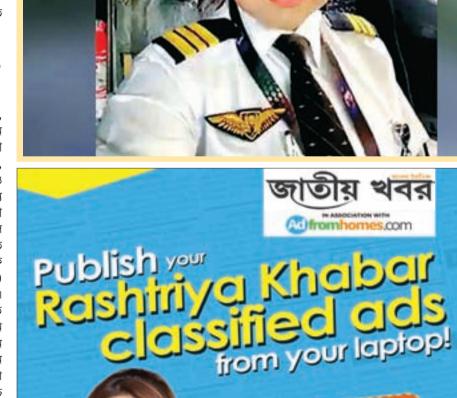
উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে বলেন যে সংহতি দিয়ে সমাজের বিকাশ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, আদিবাসী সমাজ এখনো মাদক ও অপশক্তির কবলে। সমাজ থেকে মাদক ও অপশক্তি দূর না হওয়া পর্যন্ত সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। রামেশ্বর বেসরা বলেন, বহিরাগতদের দ্বারা সাঁওতাল সমাজে ধর্মীয় আক্রমণ করা হচ্ছে। সমাজ এটা কিছুতেই সহ্য করবে না। সম্মেলনে মাঝি বাবা, নাইকি বাবা, গাদেত, ভাদ্দো পারনিক ও বুদ্ধিজীবীরা অংশ নেন। এই উপলক্ষে সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মার্ডি, সুখরাম হেমব্রম, গুরুচরণ কিস্কু, সুধীর কিস্কু, হাড়িরাম সোরেন, বুদ্ধেশুর মার্ডি, নেপাল বেসরা, হারাধন মার্ডি, সঞ্জীব টুডু, হাপনা মার্ডি, হারাধন মার্ডি, মহেন্দ্র টুডু, পরেশ হাঁসদা, বৃহস্পতি হাঁসদা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

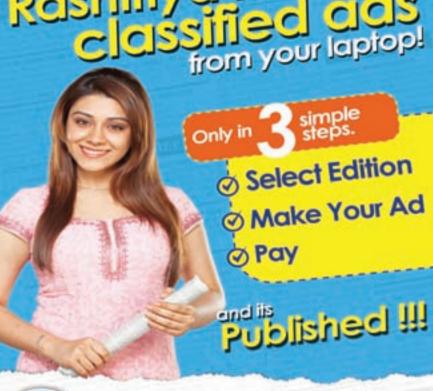


সনদ জালিয়াতি ঃ বিমানের নারী পাইলটের দেশ ত্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকাঃ সনদ জালিয়াতি করে বাংলাদেশের বিমানের পাইলট হয়েছিলেন তিনি। তার জালিয়াতির তদন্তে যখন কর্তৃপক্ষ মাঠে নেমেছেন, তখন ইমেইল বার্তা দিয়ে দেশ ত্যাগ করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নারী পাইলট সাদিয়া আহমেদ। সাদিয়ার স্বামী বিমানের চিফ অব ট্রেনিং ক্যাপ্টেন সাজিদ আহমেদ। নিজের প্রভাব খাটিয়ে স্ত্রীকে চাকরি পাইয়ে দেয়ার অভিযোগে তাকেও চাকরিচ্যুত করা হয়। জানা গিয়েছে, অনিয়মের কারণে পাইলট সনদ হারিয়ে দেশ ছাড়েন এই নারী পাইলট। এই নারী পাইলটের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি জাল শিক্ষাসনদে পাইলট হয়েছেন। অভিযোগ পেয়েই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফার্স্ট অফিসার সাদিয়া আহমেদের কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স (সিপিএল) বাতিল করেছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। বিমান যখন ঘটনার তদন্তে মাঠে নেমেছে, ঠিক তখনই 'সিভিল এভিয়েশন ও বাংলাদেশ বিমানকে ইমেইলে চিঠি পাঠিয়ে দেশ ত্যাগ করেন। সূত্রের খবর, শারীরিকভাবে অসুস্থতার কথা জানিয়েছে ই মেইল করে দেশ ছাড়েন। শিক্ষাসনদ জালিয়াতি ও মানবিক বিভাগে পড়ে পাইলট হয়েছিলেন সাদিয়া। তবে মার্চে মাসের শেষের দিকে শীর্ষ এক কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, তাকে গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে। সাদিয়া আহমেদ আর কোনো ফ্লাইট চালাতে পারবেন না। প্রসঙ্গত, বিমানের ফার্স্ট অফিসার সাদিয়া আহমেদ উচ্চ মাধ্যমিকে মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে উল্লেখ করে জাল শিক্ষাসনদ জমা দিয়েছিলেন। অথচ, কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকায় বলা আছে, বাণিজ্যিক পাইলটদের অবশ্যই এইচএসসি (বিজ্ঞান) বা বাধ্যতামূলক পদার্থবিদ্যা এবং গণিতের সঙ্গে সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। তিনি ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের অধীন শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ থেকে মানবিক শাখা থেকে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস করেছেন জমা দেওয়া সনদ রয়েছে।









ংঘের সভায় যাওয়ার নামে যুক্তরাষ্ট্রে মানব পাচার

নিউ ইয়র্ক (এজেনী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রে ভুয়া এনজিওকর্মী পরিচয়ে জাল কাগজপত্র দিয়ে বাংলাদেশ থেকে মানবপাচার এবং এর বিপরীতে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সাত জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেটোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। এছাড়া পাসপোর্টের গুরুত্ব বাড়ানোর নামে অন্যান্য দেশের জাল এন্ট্রি ও এক্সিট সিল ব্যবহারের দায়ে আরেকটি চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেন তারা। ঢাকায় গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য দেন গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হারুন অর রশীদ। যুক্তরাষ্ট্র দৃতাবাসের অ্যাসিসটেন্ট রিজেওনাল সিকিউরিটি অফিসার মাইকেল লি মামলা দুটি দায়ের করেন। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দালালদের কাছ থেকে ভুয়া নথিপত্র সংগ্রহ করে দৃতাবাসকে প্রতারিত করেছে। পুলিশ বলছে, প্রতারণার মাধ্যমে এর মধ্যে কয়েকজনকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছে বলেও তারা জানতে পেরেছেন। গত ১৫ই মার্চ মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে গুলশান থানায় প্রথম মামলাটি দায়ের করেন তিনি। সেখানে প্রথমে চারজনকে আসামী দেখানো হয়। মূলত নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে তারা কথক একাডেমী নামে একটি এনজিও'র ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। 'কথক একাডেমী' নামে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন এনজিও নেই। ওই চারজনের ভিসা প্রক্রিয়াকালে সাক্ষাতকার নেয়ার সময় দৃতাবাস কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। পরে তারা মামলা দায়ের করে। ওই চারজনকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করে পুলিশ। মামলার এজাহারে বলা হয়, ভিসা সাক্ষাতকারের সময় ভূয়া নথি পেতে তারা অর্থ দেয়ার কথা স্বীকার করেছে। সেইসঙ্গে কথক একাডেমীর সাথে তাদের

কোন সংশ্লিষ্টতা নেই বলেও জানিয়েছে। এই চারজনের মধ্যে আমেরিকার ভিসা পেতে একজন ইতোমধ্যে দুই লাখ টাকা পরিশোধ করেছেন এবং গ্রেফতার আরেকজন বলেছেন ভিসা পেলে তাকে নয় লাখ ৮০ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তীতে মামলাটির তদন্তভার ডিবিসাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) ডিভিশনের ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিমের কাছে গেলে তারা তদন্ত শুরু করে। তারা ঢাকা মহানগর ও এর আশপাশের এলাকায় অভিযান চালিয়ে গত তেসরা এপ্রিল মানব পাচার চক্রের মূল হোতা সন্দেহে আবুল কালাম শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এর পাঁচ দিনের মাথায় তার আরও দুই সহযোগীকে গ্রেফতার দেখানো হয়। অভিযুক্ত আবুল কালাম শেখ কথক একাডেমী নামক কথিত এনজিওর আড়ালে ২০০৮ সাল থেকে এই প্রতারণার ব্যবসা চালিয়ে আসছিল

বলে অভিযোগ পুলিশের। পুলিশের দাবি, তিনি বিদেশের বিভিন্ন সম্মেলনে পাঠানোর কথা বলে এবং এজন্য মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করে আমেরিকা, জার্মান, জাপান, ইতালি, দুবাই, ফ্রান্স্সহ আরও বিভিন্ন দেশে মানুষকে পাঠাতেন এজন্য গ্রাহকভেদে ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা নিতেন। যদিও গ্রেফতারকৃত আবুল কালাম শেখের দাবি তার পরিচালিত কথক একাডেমী ইউএন ইকোনমিক আভ সোশ্যাল কাউন্সিলের (ইকোসক) স্পেশাল কনসাল্টেটিভ স্ট্যাটাসপ্রাপ্ত। প্রাথমিক তদন্ত এবং গ্রেফতারকত আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তিনি জাতিসংঘসহ কবে কোথায় সম্মেলন হচ্ছে সেগুলোর নিয়মিত খোঁজ রাখতেন এবং ওইসব সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ মাত্রই তিনি কথক একাডেমীর বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীর পরিচয়ে কনফারেন্সে যোগদানের জন্য জাতিসংঘ সদর দফতরের কাছে ইমেইল পাঠাতেন।



